



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 37 Issue • 8 February, 2022, Tuesday • ২৫ মাঘ, ১৪২৮, মঙ্গলবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

আজ দুপুরে কংগ্রেসেই ফিরছেন সুদীপ-আশিস

প্রতিবাদী কলম, নয়াদিল্লি/ আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি। দিল্লিতেই কংগ্রেসে ফিরছেন সুদীপ রায় বর্মণ ও আশিস কুমার সাহা। মঙ্গলবারে দুপুর বারোটায় সাংবাদিক সম্মেলনে তাদেরকে কংগ্রেসে স্বাগত জানাবেন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস জেনারেল সেক্রেটারি, রাজ্যসভার সাংসদ কে সি



বেনুগোপাল, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস'র দায়িত্বে থাকা ডঃ অজয় কুমার, ও অন্যান্যরা। সকাল সাড়ে নয়টায় কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির বাড়িতে সুদীপ রায় বর্মণ'রা যাবেন, সেখানে থাকবেন রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, কে সি বেনুগোপাল ও ডঃ অজয় কুমার। ত্রিপুরা কংগ্রেস থেকে সেখানে হাজির থাকার ডাক পেয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ

সিনহা। গোপাল রায় দিল্লিতে থেকেও ডাক পাননি। এগারোটায় কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধি'র সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে। বেল্লা বারোটায় এআইসিসি ভবনে সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস সাহাদের উত্তরীয় পরিয়ে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। সোমবারে বিজপি'র দুই বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস

সালে কংগ্রেসের এক-দুই জন বিজিতপ্রার্থীও আছেন। কংগ্রেসে যারা মঙ্গলবারে যোগ দিচ্ছেন, তাদের জন্য উপহারও কিনেছেন তারা। কারও জন্য ঘড়ি, কারও জন্য জুওহর কেট, কারও জন্য পাঞ্জাবী কেনা হয়েছে বলে খবর। সুদীপ রায় বর্মণ ২০১৬ সালে বিধায়ক থাকা অবস্থায় বেশ কয়েকজন বিধায়ক নিয়ে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, তাদের বেশ কয়েকজন এখন মন্ত্রী, কেউ উপাধ্যক্ষ। ২০১৬ সালে তারা যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। বছরখানেকবাদেই তাদের সবাইকে নিয়ে সুদীপ যোগ দেন বিজেপিতে। তিনি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরেই ঝাঁকে ঝাঁকে কংগ্রেস নেতা, যুবনেতা, কংগ্রেস সমর্থক, কর্মচারী বিজেপি মুখী হন। তার আগে তাদের অনেকেই তৃণমূলেও ঝুঁকিয়েছিলেন সুদীপের সাথে। ২০১৮ সালে বিজেপি ক্ষমতার আসার পেছনে সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস সাহাদেরই কৃতিত্ব। তাদের নেতৃত্বেই পুরো বাম বিরোধী টেট এককাটা হয়ে পড়ত লে এসেছিলেন। ছয় বছরের মাথায় সুদীপ, আশিস আবার কংগ্রেসে ফিরে

• এরপর দুইয়ের পাতায়

নাগপুরে অতুল চর্চা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস সাহার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা আর বিজেপির সাথে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘটনা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো তোলপার অবস্থা। কিন্তু এই ঘটনা প্রবাহে শাসক শিবিরকে যে বিষয়টি আরও বেশি চিন্তায় ফেলেছে তা হলো বিধায়ক ডাঃ অতুল দেববর্মাকে নিয়ে। আজ সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস সাহার সাথে বিধায়ক ডাঃ অতুল দেববর্মাকেও দেখা গেছে একই ছবির ফ্রেমে। বিমানবন্দরের ভি আই পি রুমে। এই ছবি ফেইসবুকে পোস্ট হতেই রাজ্য রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়। শাসকদলের অন্তরে এ বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় টানা পোড়েন। তবে কি নয়া রাজনৈতিক সমীকরণ স্পষ্ট হচ্ছে? এসময়ের জন্য স্পর্শকাতর ইস্যু নিশ্চয়ই। কেননা, তেলিয়ামুড়া-কৃষ্ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ অতুল দেববর্মী শুধু বিজেপি দল নয়, আরএসএস-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেরও গুডবুকে থাকা একজন স্বয়ং সেবক বলে পরিচিত। রাজ্য ক্ষত্রিয় সমাজ বলে যে সংগঠন তার প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। যার সুবাদে দিল্লির চাকরি ছেড়ে রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর প্রবেশ।

• এরপর দুইয়ের পাতায়

সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ, ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করবেন জনগণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। ২৫ বছরের বামদেবের শাসন সহ্য করতে পেরেছেন সুদীপ রায় বর্মণ আর তিন বছরের বিজেপি শাসন তিনি সহ্য করতে পারছেন না। আবার নিজেকে কটুর বাম বিরোধী বলে থাকেন। তিনি বিধানসভায় গিয়ে বিধায়ক পদে পদত্যাগ করার পর বিজেপি জোট সরকারকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার অর্থে সরকার ফেলে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করলেন। রবিবার বিকালে বিজেপি সদর কার্যালয়ে ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে সুদীপবাবুর মনোভাব তুলে ধরে রাজ্য সরকারের তরফে এর তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা জানানেন সুদীপবাবুরই এক সময়কার রাজনৈতিক শিষ্য তথা রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এদিন তিনি স্পষ্টতই জানিয়ে দিলেন সুদীপ রায়



কোনওদিনই মেনে নেবেন না। রাজ্যবাসী সমস্তরকম চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তাদের ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করবেন।

সুশান্তবাবু এদিন তার একসময়কার রাজনৈতিক গুরু'র বাক্য তুলে ধরেই রাজনৈতিক গুরুকে চোখা চোখা বাকবাণে আক্রমণ করেন। বলেন, পদত্যাগ করে বেরিয়ে এসে সুদীপবাবু বলছেন, দম বন্ধ হয়ে আসছে। কংগ্রেস থেকে বেরোবার সময়েও তিনি একই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন কংগ্রেসে থেকে কাজ করা যাচ্ছে না। ঠিক এখন যেরকম কথা বলছেন, সেরকম কথা আগেও বলেছেন। আর সেই কংগ্রেসই এখন তার কাছে ভালো হয়ে গেলে। দিল্লিতে দোস্তি রাজ্যে কুস্তি, পশ্চিমদিকে দোস্তি মণিপুরে জোট আর এই রাজ্যে কুস্তি হবে — তা কতটুকু আসল, কতটুকু নকল বুঝে নেবেন মানুষ। এর মাধ্যমে সুদীপবাবুর রাজ্যটাকে কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন বলেও এদিন অভিযোগ করেন সুশান্তবাবু। তবে রাজ্য

সরকারের কাছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে এবং সরকারের কোনও ঝুঁকি নেই বলেও তিনি এদিন দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। সুশান্তবাবু এদিন বলেছেন, সুদীপবাবুদের সঙ্গে তারাও কংগ্রেসে ছিলেন। কংগ্রেস যেটা ২৫ বছর চেষ্টা করেও পারেনি, সেই কমিউনিস্ট থেকে মুক্তি দিয়েছে বিজেপি। সুদীপবাবুরা এখন সেই কমিউনিস্টদেরকেই সুযোগ করে দিতে চাইছেন। বিজেপি সরকার ফেলে দেবার চক্রান্ত করছেন বলেও অভিযোগ এনে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এদিন কার্যত রাজ্যবাসীকে সঙ্গে নিয়ে তা মোকাবিলার হুকুম দিয়েছেন। আগামীদিনে রাজ্যে যে কোনও ধরনের চক্রান্তের প্রতিরোধে রাজ্যবাসীকে নেমে আসার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।

ভিআইপি লাউঞ্জে ছবি-বিতর্ক

প্রতিবাদী কলম, নয়াদিল্লি/ আগরতলা ৭ ফেব্রুয়ারি।। সিনেমার ভাষায় বললে, দুটো শট। ফটোগ্রাফি চর্চা যারা করেন, তাদের প্রত্যেকের ভাষায়, দুটো আলোটা স্টিল শট। আর রাজনীতিতে আগ্রহ আছে এমন সকলের কাছেই, ঘটনাটি 'ভিলোমেনিস চূড়ান্ত রূপ'। সোমবার শাসক দলের বিধায়ক পদে ইস্তফা দেওয়ার পর সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহাদের দিল্লি ভ্রমণকালের একটি ছবি

থেকে। কেউ বলছেন, ছবিটি বিমানবন্দরের কর্মী তুলেছেন, কারো দাবি বিজেপির কোনও এক বিধায়ক এই ফটোটির শিকারি, আবার কারোর মতে ছবিটি তুলেছেন এক ক্যাবিনেট মন্ত্রী, এই জল্পনা যখন তীব্র আকার ধারণ করছিলো, তখনই সামাজিক মাধ্যমে দ্বিতীয় ছবিটি ভেসে উঠে। তাতে সুদীপবাবুর পাশেই দেখা যায় সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরাকে। তখন রাজনৈতিক সমস্ত

প্রশ্ন — তাহলে দ্বিতীয় ছবিটি কে তুললেন? দ্বিতীয় ছবিতে শাসক দলের পাঁচ বিধায়ক এবং শাসক দলের হয়ে নির্বাচিত সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা। এই ছবিটি কি তবে বিমানবন্দরের কোনও কর্মী তুলে দিয়েছেন? কোনও আধিকারিক? নাকি আগামীদিনে রাজ্য রাজনীতিকে চমকে দেবেন, এমন কেউ এই ছবির শিকারি? দ্বিতীয় ছবিতে ক্যামেরার ওই প্রান্তে যিনি বা যারা ছিলেন, তাদের নাম কবে

না বলে সাফাই দিয়েছেন। ছবি-পোষ নিয়ে তার এই চেষ্টা। সাফাই দিয়েছে তার সাথে বিজেপির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা কেমিনি, বরফ ছাড়ার সম্ভাবনা'র আবহে সুড়সুড়ি দিয়ে দলের সাথে জল মাপার কাজটি করেছেন বলে কথা ছড়িয়ে পড়েছে। দলকে চাপে রাখতেই দল ছেড়ে অন্য দলে যাওয়ার পথযাত্রীদের সাথে একই ফ্রেমে ফটে। হয়েছে, তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে এই দিনে



সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। সেই ছবিতে সুদীপ-আশিস জুটি ছাড়াও তিন বিজেপি বিধায়ককে দেখা যায় বিধায়ক বুর্ভোমোহন ত্রিপুরা, দিব্যচন্দ্র রাষ্ট্রাল এবং ভাজুর অতুল দেববর্মাকে। ওই ছবিটি দেখার পর পরই সচেতন রাজনৈতিক মহলে একটা প্রশ্ন ঘন ববার মতো নেমে আসে — ছবি কে তুললেন? এই প্রশ্নটি নিয়ে এদিন কয়েক দফা কেটে যায় শহর তথা রাজ্যের নানা আড্ডা

প্রধান আলোচ্য বিষয়—ছবি শিকারি কে?

জল্পনা-কল্পনা উড়িয়ে অন্তত এটুকু বুঝা যায় যে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া প্রথম ছবির শিকারি ছিলেন রেবতীবাবু নিজেই। মোট পাঁচ বিধায়ককে পাশাপাশি বসিয়ে রেবতীবাবু ছবিটি তুলেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় ছবিটি প্রকাশ্যে আসার পর, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বিজেপিতেই থাকবেন, তিনি কোথাও যাচ্ছেন

এমন ছবি ইঙ্গিতবাহী হবেই, এমন কথাও উঠে এসেছে। দলের প্রতি দায়িত্ব থাকলে তিনি এই দিনে অন্তত গ্রুপ ফটোতে জড়াতেন না, কারণ দেশের পরেই দলকে ত্যাগনা দেওয়ার কথা তার দলের নীতি অনুযায়ী, সবার দলেই থাকবে। এখানেই দর কষাকষির প্রসঙ্গ এসে গেছে। বিজেপি ছেড়ে, বিধায়কপদে ইস্তফা দিয়ে সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস সাহা দিল্লি যাচ্ছিলেন, সাথে বিজেপি বিধায়ক

• এরপর দুইয়ের পাতায়

ভারাক্রান্ত অধ্যক্ষ



অফিস-চেয়ারে বসেই এই কথা বলেছেন। “২০১৮ সালে আমরা সবাই এক সাথে লাড়ই করেছি। বিধানসভায় একসাথে সতীর্থ হিসাবে ছিলাম। আমাদের ভাল লাগে না কখনই।” বলেছেন তিনি। “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পদত্যাগের প্রক্রিয়ার কাজ করা হবে।” তিনি বলেছেন। যেভাবে তাকে দৃশ্যত করণ দেখাচ্ছিল, তাতে সুদীপ-আশিস বিচ্ছেদে তার বড়ই দৃংখ হয়েছে বোঝাই যাচ্ছিল। রতন চক্রবর্তী, সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস সাহা'রা একসাথে কংগ্রেসও করতেন। রতন চক্রবর্তী তৃণমূল কংগ্রেসে আসা-যাওয়া করেছেন কয়েকবার। ভোটও দাঁড়িয়েছেন তৃণমূলের হয়ে। কংগ্রেস ছেড়ে সুদীপবাবুরাও তৃণমূল হয়ে বিজেপিতে এসেছেন। রতন চক্রবর্তী শেষবার

‘সরকারকে সংখ্যালঘু করবই’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।।

বিজেপির বর্তমান বিধায়ক দিব্যচন্দ্র রাষ্ট্রাল, বুর্ভোমোহন ত্রিপুরা এবং

আশিস কুমার সাহা এদিন সকালেই পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন।



পদত্যাগপত্র বিধানসভা অধ্যক্ষের কাছে জমা দিয়েই বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের সর্প ঘোষণা — শীঘ্রই এই সরকার সংখ্যালঘু সরকারে পরিণত হবে। এর কয়েক ঘণ্টা পরই বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে একসঙ্গে পাঁচজনের ছবি ভাইরাল হয় সামাজিক মাধ্যমে। ছবিটির মধ্যে দুই পদত্যাগী বিধায়ক ছাড়াও



ভাজুর অতুল দেববর্মাকে দেখা যায়। বিজেপির টিকিটে জয়ী হওয়া পাঁচ বিধায়ক এক ফ্রেমে। প্রতিবাদী কলম তার জন্মলগ্ন থেকেই যেভাবে গণৎকারের মতোই একে একে মিলিয়ে দিয়েছে আগাম আভাস সেভাবেই শনিবার রাতেই লেখা হয়ে গিয়েছিলো সুদীপ রায় বর্মণ,

এরপরই তারা ছুটবেন দিল্লি। কার্যত হলোও তাই। এদিন সকালে যাদের হাতে পৌঁছায়নি প্রতিবাদী কলম তারা বুঝতেও পারেননি কি ঘটে যাচ্ছে রাজ্য রাজনীতিতে। সকালই বিধানসভায় গিয়ে অধ্যক্ষের ঘরে পদত্যাগপত্র জমা দেন

• এরপর দুইয়ের পাতায়

‘আদর্শ পরে, ক্ষমতা আগে’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। সোমবার রাজ্য রাজনীতিতে যে ঝড়-আলোচনা দিনভর কয়েম ছিল, তাতে হাল্কার রাজা হলে হয়তো জানতে চাইতেন, রাজনীতিতে দলবদল কি খুব বড় ব্যাপার? এই প্রশ্নটি করার পেছনে কারণ থাকতো বৈকি। গত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই শাসক দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহাকে নিয়ে নানা ধরনের গুজব, প্রশ্ন এবং ধারণা তৈরি হয়েছিল। রাজ্যের প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজেদের অবস্থানগত দিক থেকে ভাল

খোলা আছে। সোমবার শাসক দলের দুই বিধায়ক বিধানসভাতে গিয়ে যখন নিজেদের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা জানান

লাগলে এতদিন বিজেপিতে ছিলেন কেন? এদিন এই ‘দম বন্ধের’ ফর্মুলাটি যখন সুদীপ-শীর্ষ তথা বর্তমান ক্যাবিনেট মন্ত্রী সুশান্ত



দিলেন তখন সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি মহলে একটাই প্রশ্ন — দম বন্ধ

চৌধুরীও সাংবাদিক সম্মেলনে দৌড়ালেন, তখন পাল্টা মহলে শানিত যুক্তি — দম বন্ধ না লাগলে

সুশান্তবাবু নিজেও কেন কংগ্রেস ছেড়েছিলেন? এদিন এই তরজাটিকে রীতিমত ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই। বিভিন্ন আড্ডা থেকে এদিন বিখিত উদাহরণ উঠে এসেছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাশ বিজয় বর্গীয় কিভাবে গুডেন্দু অধিকারীকে নিজেদের দলে স্বাগত জানিয়েছেন, তা সকলেরই জানা। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটার আগে বন্ধের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙন ধরলে বিজেপির যে লাভ হবে তা বলাই বাহুল্য ছিল। তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ নেতারা দল ছাড়ার আগেই, বিজেপি তাদের নিজস্বের ঘরে তুলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। তখনও একই প্রশ্ন

উঠেছিল, ত্রিপুরা এবং বঙ্গে কি রাজনৈতিক দলগুলোতে নেতার অভাব, নাকি বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস এখন আর মতাদর্শের বাহুবিচার করেন না। রাজ্যের শাসক দল কেন্দ্রের ক্ষমতায় রয়েছে। এই দলটির সুস্পষ্ট মতাদর্শ রয়েছে। সকলেই জানেন, বিজেপি ক্যাডার ভিত্তিক দল এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের আঁতুড় ঘরে যত্ন সহকারে বিজেপি নেতাদের ‘মানুষ’ করে গড়ে তোলা হয়। সেই বিজেপি গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় এ রাজ্যে কিভাবে কংগ্রেস, সিপিএম, আইপিএফটি থেকে কাতারে কাতারে নেতা-কর্মীদের দলে ঢুকিয়েছেন, সেই কথাও খুব একটা পুরোনো নয়। রাম, শ্যাম, যদু, মধুদের

• এরপর দুইয়ের পাতায়

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স

শুভ বিবাহ উৎসব

এখন বর্ষিত সময়সীমা

ভ্যালেন্টাইনস ডে

১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

সোনা ও হিরের গয়নার

মজুরিতে 40% পর্যন্ত ছাড়

দুবাই ও আবুধাবিতে স্বপ্নের **হানিমুন প্যাকেজ**

জিতে নেওয়ার সুবর্ণ-সুযোগ

এবং প্রতি কেনাকাটায় **সুনিশ্চিত উপহার**

সহযোগিতায়

HERO DEEP

www.harddeep.com

৫০ পুরস্কার

খুশকুমার

সিল্প ও হস্তশিল্প

আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর • ধর্মনগর • কলকাতা

Concept & Content

Resource Initiaiz

COMMUNICATION

সহযোগিতায়

Gopinath Enterprise

WEDDING GATERS

সহযোগিতায়

SHRIMATI PUSKAS

Wedding Photo & Video

dk

D.K. ENTERPRISE

GRAYNOMAD

ART & PHOTOGRAPHY

উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস সিলিন্ডার গ্রাহকদের বাড়িতে পৌঁছে যাবে

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় রাজ্যের এলপিজি গ্রাহকদের বাড়িতে হোম ডেলিভারির মাধ্যমে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছাতে হবে। এরজন্য



কেন্দ্রীয় সরকার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মাধ্যমে গ্যাস এজেন্সিগুলিকে সিলিন্ডার প্রতি ২৮ টাকা পরিবহণ খরচ প্রদান করে থাকে। যদি কোনও এলপিজি গ্যাস এজেন্সি ভোক্তাদের হোম ডেলিভারির মাধ্যমে সিলিন্ডার না পৌঁছায় তাহলে ঐ এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং

সভাকক্ষে খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দফতরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় খাদ্য দফতরের বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

তেমনি খাদ্য দফতরের কাজেও স্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে। পর্যালোচনা সভায় দফতরের সচিব শরদিন্দু চৌধুরী জানান, রাজ্যে বর্তমানে ১,৮৮৪টি রেশন শপ রয়েছে। এর মধ্যে শহর এলাকায়

হয়েছে। খাদ্য দফতরের সচিব জানান, রাজ্যে বর্তমানে গোড়াউন থেকে রেশন শপ পর্যন্ত পরিবহণ, স্টক ইত্যাদি সবকিছুই অনলাইনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। রাজ্যে বর্তমানে ১৩৩টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। যাতে মোট ৭২ হাজার ৬০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত করার ক্ষমতা রয়েছে। তাছাড়া ৭টি এফসিআই'র বেসি ডিপো রয়েছে, যেখানে ৪৭ হাজার ২২৮ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুত করার ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়াও এফসিআই ডিপো থেকে রাজ্যের বিভিন্ন গোড়াউন পর্যন্ত সামগ্রী পৌঁছানোর জন্য ৬৯টি তালিকাভুক্ত ট্রালপোর্ট কন্ট্রাক্টর, গোড়াউন থেকে রেশন শপে সামগ্রী সরবরাহের জন্য ১৬০টি ডোরস্টেপ ডেলিভারি কন্ট্রাক্টর এবং পিডিএস সামগ্রী সরবরাহের জন্য দফতরের ১২টি গাড়ি রয়েছে। খাদ্য দফতরের সচিব আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৩টি তালিকাভুক্ত ময়লা মিল ও ৮টি গম ভান্ডার মিল রয়েছে। এছাড়াও রাজ্যে ৬৫টি পিওএল আউলেট, ৬০টি এলপিজি এজেন্সি এবং ২৮টি কেরোলিয়ন তেলের এজেন্সি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

শ্মশানঘাটের রাস্তা মরণফাঁদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চম্পকনগর ৭ ফেব্রুয়ারি।। এলাকাবাসীর সুবিধার্থে শ্মশানঘাট গড়ে উঠলে সেখানে পৌঁছানোর মতো ভালো রাস্তা নির্মিত হয়নি। এখন যে রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করা হয় তা থাকা আর না থাকা একই সমান। কারণ সেটি রাস্তা কম, মরণফাঁদ বেশি। এই রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করা কতটা বিপদজনক তা ছবিতে স্পষ্ট। বিশেষ করে শ্মশান যাত্রীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়। অন্যদের বাড়ির উপর দিয়ে চলাফেরার সুযোগ থাকলেও কেউই নিজেদের বাড়ির উপর দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে আসতে দেন না। বাধ্য হয়ে বিপদজনক রাস্তা অতিক্রম করে মৃতদেহ শ্মশানে পর্যন্ত নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু এতে যেকোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা লেগেই থাকে। চম্পকনগর এলাকার মানুষ চাইছেন অন্তত শ্মশানযাত্রীদের কথা মাথায় রেখে রাস্তা নির্মাণ করা হোক। তাহলে ওই এলাকার সকল মানুষ কিছুটা হলেও সমস্যা থেকে নিস্তার পাবেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে



অনেকের কাছে জানানো হয়েছিল। কিন্তু সমস্যাটুকু কর্পণাত করেননি। যে কারণে সেই রাস্তাটি অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে এখন যেটুকু মাটি আছে সেটাও পর দিন আর থাকবে কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। এমনিতেই রাস্তার পাশের মাটি সরে যাওয়ায় অন্তত একজন মানুষের হাঁটা-চলা করাও কষ্টকর হয়ে

দাঁড়িয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে আসা কতটা কষ্টকর তা একমাত্র শ্মশান যাত্রীরাই টের পাচ্ছেন। কারণ অন্যদের পক্ষে সমস্যাটাকে দূর থেকে অনুধাবন করা কষ্টকর। তাই শ্মশানঘাটের রাস্তা যদি নির্মিত হয় তাহলে ওই এলাকার মানুষ খুবই উপকৃত হবেন।

প্রতিবন্ধকতাকে হারাতে চায় তৃপ্তি, পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি।। জন্ম থেকে দৃষ্টিশক্তিহীন। কিন্তু পড়াশোনাতে বেশ ভালো। ইতিমধ্যে বেশ সুনামও অর্জন



করছেন। গরিব পরিবার। মা-বাবা নেই। তিন বোন মিলে সংসার প্রতিপালন করছেন। বিপিএল পরিবার। কোনও রকমভাবে সংসার চালাচ্ছেন তারা। কথা হচ্ছিল কল্যাণপুর ব্লকের পূর্ব কুঞ্জবন গ্রাম

পঞ্চায়েতের কুচপাড়া গ্রামের বাসিন্দা তৃপ্তি শীলকে নিয়ে। জন্ম থেকেই তৃপ্তি দৃষ্টিশক্তিহীন। কিন্তু অসীম প্রতিভার অধিকারী মেয়েটি ছোট থেকেই পড়াশোনাতে বেশ ভালো। অন্য দুই বোন কোন রকমভাবে কাজ-কর্ম করে তৃপ্তির পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন তৃপ্তি শীল এম এ সেকেন্ড ইয়ারে পড়াশোনা করছেন। দিবা মোবাইলের মাধ্যমে পড়াশুনা

চালিয়ে যাচ্ছেন বলে সংবাদমাধ্যমকে জানান। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থান অধিকার করে বেশ কয়েকটি বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়েছিল। আসা যাক তার পরিবারের কথা। সেই কবে তার বাবা-মার মৃত্যু হয়েছে। এরপর থেকেই তৃপ্তি বাদে তার অপর দুই বোন রোগের কাজ করে, দিন হাজিরার কাজ করে কোনও রকমভাবে সংসার প্রতিপালন করেন। কোন কোন সময় আবার ছাত্র পড়ায়। যাইহোক, দৃষ্টিহীন তৃপ্তি শীল'র অভাব অনটনের খবর পেয়ে সোমবার কল্যাণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী ছাত্রী বাড়িতে ছুটে যান। কিছু আর্থিক সহায়তা করেন। এতে করে খুশি তৃপ্তি শীলের পরিবার। বিধায়ক জানান আগামী দিনে পরিবারটির পাশে থাকবেন।

সবজি ক্ষেত ধ্বংস

কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কে বা কারা রাতের অন্ধকারে সব সবজি নষ্ট করে দেয়। কেন দহুতির দুই বন্ধুর ক্ষতি করলেন তা কেউই বুঝতে পারছেন না। কাঁঠালিয়া ব্লক এলাকায় এই ধরনের ঘটনা আগে



কখনও দেখা যায়নি বলে স্থানীয়দের দাবি। স্বাভাবিক কারণে ওই অংশের মানুষ খুবই আতঙ্কে আছেন। কারণ, এলাকার বেশকিছু পরিবার কৃষি কাজের উপরই নির্ভরশীল। তারা আতঙ্কে আছেন তাদের ফসলও এভাবে নষ্ট করা হয় কিনা? ক্ষতিগ্রস্ত দুই চাষি এই ঘটনায় একেবারে হতশ হয়ে পড়েছেন। তাদের বক্তব্য, ক্ষয়ক্ষতি যাই হয়েছে, তার চেয়ে বড় বিষয় ফসলের উপর এই জাতীয় সন্ত্রাস কেন? কেউই ঘটনাটিকে ভালোভাবে দেখছেন না। দাবি তুলছেন এই ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।

করোনা দুই মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। করোনা আক্রান্ত হয়ে ফের দু'জনের মৃত্যু। আবারও মৃত্যু ফিরে আসায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। নতুন করে সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন ১৩জন। ব্যাপকহারে নেমে এসেছে সংক্রমণের হার। এই হার ২৪ ঘণ্টায় নেমে দাঁড়ায় দশমিক ৯১ শতাংশে। ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ১৫০জন। তবে মৃত্যুর সংখ্যা ফিরে আসায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সোমবার স্বাস্থ্য দফতর মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৪২১ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৬৭ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট। আরটিপিসিআর-এ মাত্র ১জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। রাজ্যে করোনা সংক্রমিতদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১৫জনে। এদিন দুপুর পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন ৭৪৮জন করোনা আক্রান্ত। অন্যদিকে, দেশে নামছে সংক্রমিতের সংখ্যা। তবে মৃত্যুর সংখ্যা কিছুতেই কমছে না। ওমিক্রন আতঙ্কের মধ্যে মৃত্যু কম হবে বলে চিকিৎসকদের মতামত ছিল। কিন্তু তৃতীয় ডেয়ে মৃত্যু কিছুতেই কমছে না।

‘যোগাযোগ রাখতে হবে’



প্রেস রিলিজ, বিশালগড়, ৭ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় পুর পরিষদ এলাকায় যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ চলছে সেগুলি মাত্র মাসের মধ্যে শেষ করার জন্য কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার বিশালগড়ে এক বৈঠকে পুরপরিষদ এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য কোনও কাজে অর্থের অভাব হবে না। তিনি প্রতিটি ওয়ার্ডের

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মানুষের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলার পরামর্শ দিয়ে বলেন, মানুষের সুবিধা অসুবিধাগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। তবেই সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্যা দূরীকরণে অনেক সহায়তা হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে সেগুলির সুবিধা যাতে সাধারণ মানুষ পেতে পারেন সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি পুর এলাকায় ২টি কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণের নির্দেশ দেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড়

পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, ভাইস চেয়ারপার্সন সুশান্ত দেব, নগরোন্নয়ন দফতরের অধিকর্তা ড. তমাল মজুমদার, বিশালগড় মহকুমার মহকুমাসাংক জয়ন্ত ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ব্রিদিপ সরকার এবং বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকবৃন্দ। সভার শুরুতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রয়াত সংগীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকরের-এর. প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এছাড়া লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে বৈঠকে উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন।

ত্রিপুরা পুলিশকে কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি।। ঘন ঘনই সর্বোচ্চ আদালতের অঙ্গস্তোম্বের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ত্রিপুরা। গত আক্টোবরে ত্রিপুরায় হওয়া সাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেওয়ার দায়ে মানুষকে ত্রিপুরা পুলিশের নোটিশ পাঠানো নিয়ে বিরক্ত সর্বোচ্চ আদালত। জানুয়ারির ১০ তারিখে এই আদালত অন্তর্বর্তী এক আদেশে ত্রিপুরা পুলিশকে সোমবার বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং সূর্যকান্ত'র বেষ্ট এক সাংবাদিকের টুইট নিয়ে আর কিছু না করতেন নির্দেশ দিয়েছিলেন। সোমবার তারা ত্রিপুরার পক্ষের আইনজীবীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেনছেন যে, যদি পুলিশ মানুষকে হেনস্তা করতেই থাকে, তবে আদালত স্বরাষ্ট্র সচিব এবং পুলিশ সুপারকে ডাকা হবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আগেই, সেটা বাস্তবায়িত করতে হবে। “সুপ্রিম কোর্টে একজনকে দৌড়ে আসতে হবে কেন? এটা যদি হেনস্তা হয়, তবে হেনস্তা কেন?।” বেষ্ট জিজ্ঞেস করছে। সাংবাদিক সামিউল্লা সাব্বির আদালত এক জানিয়েছেন যে, তাকে ত্রিপুরা পুলিশ ৪১এ ধারায় উ পশ্চিম হাতে নির্দেশ দিয়েছে। গত মাসের ১০ তারিখ সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে সাব্বির'র টুইট নিয়ে পুলিশকে কিছু না করলে নির্দেশ দিয়েছে। সরকার আইনজীবী বিষয়টি দুই সপ্তাহের জন্য মূলতু'বির আবেদন জানালে বেষ্ট তাকে বলেছে,” যদি দেখি পুলিশ নোটিশ দিয়ে মানুষকে হেনস্তা করছে, তবে এসপি ডেকে এনে জবাব তলব করা হবে। আমরা একটা নির্দেশ দিলে আপনাদের দায়িত্ব থাকা উচিত। গুনানি শেষে সলিসিটর জেনারেল তুযা'র মেহতা বেষ্টকে বলেছেন যে, তিনি নির্দেশ বিষয়টা দেখবেন যেন আদালতের নির্দেশ মান্যতা পায়। গত সপ্তাহেই আগরতলায় আসাম রাইফেলস'র জয়গা নিয়ে মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছে, “একে রাজনৈতিক ইস্যু বানাবেন না।”

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ ফেব্রুয়ারি।। লেইকের মাছ আয়সাং করলে বিজেপি নেতা। এই ঘটনায় চাপা ফ্লেভ দেখা দিয়েছে বিশালগড়ের বাইদ্যারদিঘি এলাকায়। স্থানীয়রা শাসক দলের নেতার এই কর্মকাণ্ডে প্রতিবাদে মুখর হচ্ছেন। তবে অভিযুক্ত নেতা ক্ষমতাবলে সবাইকে চুষ করিয়ে রেখেছেন। জানা গেছে, অভিযুক্ত নেতার নাম হাবিল। বাইদ্যারদিঘি বাজার সংলগ্ন ডাঙ্গিরপাড়ে এই নেতার বাড়ি। ডাঙ্গিরপাড়েই দেড় কানি জমিতে সরকারি লেইক রয়েছে। বাম আমলে এই লেইক লিজে দেওয়া হতো। তখন সরকারি নীতি মেনে এই লিজ হতো। কিন্তু বিজেপি জোট সরকার আসার পর থেকে সংখ্যালঘু নেতা হাবিল ও তার ভাই হাশেম মিলে লেইকটি আত্মসাৎ করেছে। এখন আর লেইকটির লিজ দেওয়া হয় না। এমনকি গ্রামের অন্যদের লেইকে নামতেও দেওয়া হচ্ছে না। বাঁশ দিয়ে লেইকের চারদিকে বেড়া দেওয়া হয়েছে। তাদের আশ্বালনের কারণে গ্রামবাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত। হাবিল নিজে একজন সরকারি চাকুরে। বাম আমলে এই চাকরি হাতিয়ে নিয়েছিল বলে জানা গেছে। এখন বিজেপি জোট সরকারের সময়েও হাবিলের দাপট চলছে। অফিস কামাই করে দিনভর ব্যস্ত এলাকায় দাপট দেখাতে। অভিযোগ রয়েছে, বাইদ্যারদিঘি বাজারে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মূল নায়ক এই হাবিল। মসজিদ ভাঙা সহ বহু বইক এবং গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার পেছনে যুক্ত এই হাবিল। এইগুলি আবার সালিশি সভার নামে এক প্রভাবশালী নেত্রীর উপস্থিতিতে মীমাংসা করে নেওয়া হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তরা এক টাকাও ক্ষতিপূরণ পাননি। এমনকি হাবিল নিজে মসজিদ কমিটি ভেঙে দিয়েছে। বেআইনিভাবে মসজিদের দখল নিয়েছে। এখানে মজ্জিমাফিক লোক কমিটিতে ঢুকিয়ে বিপুল পরিমাণে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই টাকাগুলি মানুষের দান থেকে আসে। এমনকি যারা মসজিদ নির্মাণের জন্য নিজের জমি দেওয়া সহ শারীরিকভাবে শ্রম দিয়েছেন, তাদেরও ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, সংখ্যালঘুদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য হাবিলকে সরকারি দফতর থেকে ছাড় দিয়ে রাখা হয়েছে। সে সপ্তাহে দুর্দিনও অফিস করেন না। যে কারণে ফ্লেভ বাড়ছে দলীয় কর্মীদের মধ্যে। এভাবে চলতে থাকলে ক্ষতি হবে সাংসদ দলেরই। তবে বাইদ্যারদিঘির সরকারি লেইকের মাছ দখলের ঘটনায় অনেকে মাছ চোর নেতা বলেও বলতে শুরু করেছেন। এমনকি এই ধরনের ঘটনা নাকি কমলাসাগরেও হচ্ছে। শাসক দলের নেতারা এখন সরকারি জলাশয় দখল করে নিজেদের সম্পত্তি বানিয়ে নিতে চাইছে। মত্স্য দফতরে কর্মরত হাবিল ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সরকারি জলাশয় দখলেই।

প্রবীণ ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শোক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চট্টালমা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। প্রবীণ ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শোকসুন্দর বিশ্রামগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীরা। সোমবার সকালে



বিশ্রামগঞ্জস্থিত নিজ বাড়িতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন বাজারের প্রবীণ ব্যবসায়ী দীনেশ চন্দ্র ঘোষ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন তিন ছেলে, তিন মেয়ে, বহু আত্মীয়স্বজন। প্রবীণ ব্যবসায়ীর মৃত্যুর খবর শুনে তার বাসভবনে ছুটে আসেন বিশ্রামগঞ্জ বাজার কমিটির সভাপতি রামমণিক দেবনাথ এবং সম্পাদক বাবুল সাহা-সহ বাজার কমিটির অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। মৃতদেহে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন সকলে।

সূচাগ্র মেদিনী ছাড়বেন না প্রতিমা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। সূচাগ্র মেদিনী ছাড়বেন না প্রতিমা ভৌমিক। রাজ্যের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এতোটুকু ভেঙে না পাড়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ৬-আগরতলায়। হাল ছেড়ে কেউ কেউ যখন তার মুখাবয়বে হতশাশর ছবি তুলে ধরছেন, তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে দিদি বনে যাওয়া প্রতিমা ভৌমিক যেন ব্যাটন হাতে নিলেন। বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে ৬-আগরতলা'র আবেগঘন আবহেই রাজনীতিতে নতুন বার্তা দিলেন তিনি। সাংগঠনিক বৈঠকে মিলিত হয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, যুবকরাই পারে সূচাগ্র মেদিনী না ছাড়তে। তাই যুব মোর্চার

কার্যকর্তাদের নিয়েই হলো গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক। কর্মীরা চিৎকার করে বললেন—“দিদি আছে চিন্তা নেই,

বিজেপি জিন্দাবাদ’ ৬-আগরতলা'র বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এদিনই পদত্যাগ করেছেন। তার পদত্যাগ পত্র অর্থ্যাৎ বিধায়ক



কোনওভাবেই ময়দান ছাড়া হবে না। উপনির্বাচন হলে বিজেপি সেখানে বাজিমাত করবে বলে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রতিমা ভৌমিক যখন বৈঠক করলেন, তার কয়েক ঘণ্টা আগে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, কারের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না। কারণ মানুষ বিজেপির সাথে আছে। নবেন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন সাংবিধানিক সাংগঠনিক কোনও ধরনের সংকট সৃষ্টির চেষ্টা সফল হবে না। বিজেপি যে নতুন ম্যাজিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেদিনী রক্ষার লড়াই শুরু করে দিয়েছে, তা আর কারোর কাছে অস্পষ্ট রইল না।

কেন্দ্রীয় কমিটির ‘শূন্যপদে’ কে?



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। সিপিএম পার্টি কংগ্রেস এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হবে। সিপিএমের রাজ্যস্তরেও রাজ্য সম্মেলন নিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আগরতলায় ভানু শেখর স্মৃতি ভবনে রাজ্য সম্মেলনকেন্দ্রীক প্রস্তুতি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির পর চিন্তাভাবনা করবে এই প্রস্তুতি কমিটি। কারণ, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকার পরই সবকিছু পরিষ্কার হবে। উল্লেখ্য, সিপিএম রাজ্য সম্মেলন ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৮ সালের ২৫ ও ২৬ নভেম্বর সর্বশেষ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সেই সময় ৮৭ জনকে নিয়ে রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্য কমিটির সদস্য সংখ্যা ৮২। রাজ্য কমিটির বেশ কয়েকজন সদস্যের মৃত্যুর কারণে বর্তমানে ৮২ জন সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য আছেন। এদিকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ২২তম পার্টি কংগ্রেসে ত্রিপুরা থেকে ৮ জন সদস্য ছিলেন তার মধ্যে বিজন ধর ও গৌতম দাশ প্রয়াত হয়েছেন। মানিক সরকার পলিটব্যুরোর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে আছে রমা দাস, জীতেন চৌধুরী, বাদল চৌধুরী, তপন চক্রবর্তী, অঘোর দেববর্ম। রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে এবারের রাজ্য কমিটির বৈঠকে নতুন করে কে আসছে? এবার কেন্দ্রীয় কমিটিতে নতুন করে কে সুযোগ পাচ্ছে তা নিয়েই চলছে চর্চা। কারণ, বিজন ধর ও গৌতম দাশের প্রয়াগের পর তাদের শূন্য আসনে কে আসছেন তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। রাজ্য কমিটিতে বেশ

কয়েকজন নতুন মুখ আসছে যুবক ও যুবতিদের মধ্য থেকে। বামপন্থী যুব সংগঠন থেকে রাজ্য কমিটিতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে খবর। আবার এ কঠিন পরিস্থিতিতে যুবকদের সামনে তুলে আনার প্রয়াস শুরু হয়েছে। তবে এবারের রাজ্য কমিটি কত জনের হচ্ছে তা সম্মেলনেই স্থির হবে। জানা গেছে, কমিটি সংক্রান্ত বিষয়ে সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির কিংবা পার্টি প্লেনামের যে গাইডলাইন রয়েছে তাকে মান্যতা দিয়েই সবকিছু করা হবে। তবে এবারের রাজ্য কমিটিতে চমক থাকবে বলেই খবর। তাছাড়া কে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় কমিটিতে নতুন করে তা নিয়ে যথেষ্ট চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ, কোনও কোনও মহল থেকে বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট চর্চাও চলছে। এক্ষেত্রে সারা ভারত কৃষকসভা রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর'র নামও শোনা যাচ্ছে। কারণ, সংযুক্ত কিষান মোর্চার আন্দোলনকে সর্বাঙ্গিক সফল করে তুলতে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম

আসছেন প্রকাশ সীতারাম

হয়েছেন তিনি। রাজ্যেও গত কয়েক মাসে সারা ভারত কৃষকসভার কিংবা সংযুক্ত কিষান মোর্চার কর্মসূচি সফল হয়েছে। বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে কৃষকসভা কিংবা সংযুক্ত কিষান মোর্চার ব্যানারে পবিত্র কর রাজনৈতিকভাবে সফল হয়েছেন বলে অনেকেই দাবি করেন। তাই কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এবং রাজ্যে তাকে কেন্দ্র করে বামপন্থী ভাবনার রাজ্য আন্দোলন তেজি হওয়ার কারণে পবিত্র করকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে নতুনভাবে দেখার সুযোগ আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার এসি মুখ হিসেবে সুধন দাস, রতন ভৌমিকদের কথাও কেউ কেউ তুলে ধরছেন। যতটুকু খবর, সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটিতে ত্রিপুরা থেকে নতুন করে সুযোগ পাচ্ছে তা নিশ্চিত। উল্লেখ্য, সিপিএম রাজ্য সম্মেলন উ পলক্ষে আগরতলায় আসছেন সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়্যেচুরি, প্রকাশ কারাত। ১০ ফেব্রুয়ারির পর সিপিএম রাজ্য সম্মেলনকেন্দ্রীক কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে প্রকাশ্য সমাবেশ হবে কি হবে না।

গুরুতর আহত যুবক আশঙ্কাজনক অবস্থায়

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি।। রবিবার রাতে যান সন্ত্রাসে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরেই আরও এক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন আরেকজন। বর্তমানে ওই যুবক জিবি হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। তার নাম রাকেশ দাস (২৪)। রাত আনুমানিক ১২টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুইসিঙ্গাই এলাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় জাতীয় সড়কের পাশে পড়ে থাকতে দেখা যায় রাকেশ দাসকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এসে আহত যুবককে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। প্রথমে রাকেশ দাসের পরিজনরাও ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেননি। পরবর্তী সময় তারা জিবি হাসপাতালে ছুটে আসেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছে কোন গাড়ি হয়তো রাকেশকে ধাক্কা দিয়েছে। তবে বিষয়টি এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। রাকেশের আঘাত পাওয়ার পেছনে অন্য কোন কারণ লুকিয়ে আছে কিনা তা পুলিশই বের করতে পারে। তেলিয়ামুড়া শহরে লাগামহীন যান সন্ত্রাসে সাধারণ মানুষ খুবই সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন।

বিজেপি'র বিরুদ্ধে এখন লড়াইয়ের নাম মমতাই, আর কেউ নন ঃ রাজীব

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা'রা এবার কালীঘাটে না গিয়ে সোজা দিল্লি পাড়ি দিলেন। এই খবর জেনে সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বিজেপির বিরুদ্ধে এখন লড়াইয়ের নাম মমতাই। তিনিই একমাত্র বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। কেউ যদি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই তৃণমূল কংগ্রেসে আসতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া

অন্যান্যরা প্রয়াতা লতা মঙ্গেশকরের স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একই সাথে বিজেপির উদ্যোগে কিংবদন্তী এই শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে ত্রিপুরা সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ে তুলনা করেন সুবল ভৌমিক। ত্রিপুরায় যা করা হয়নি পশ্চিমবঙ্গে তা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাবনায় আগামী ১৫ দিনের জন্য তৃণমূলের সকল সদস্যরা লতা মঙ্গেশকরের গান বাজাবেন। তাছাড়া সুবল ভৌমিক জানিয়েছেন, প্রত্যেক জায়গায় হবে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

ত্রিপুরায় কংগ্রেস আর দাঁড়াতে পারবে না। তৃণমূলই ত্রিপুরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। বিষয়গুলো তুলে ধরে সুবল ভৌমিক'রা এখনও আশাবাদী, তৃণমূলই ২০২৩ সালে ক্ষমতায় আসবে। বিজেপির বিরুদ্ধে একমাত্র তৃণমূলই লড়াই তেজি করেছে। সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সুবল ভৌমিক আরও বলেছেন, রাজ্যে গণতন্ত্র নেই, জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। যারা এতদিন দলের মধ্যে ছিলেন, তারাই ভৌমিক জানিয়েছেন, প্রত্যেক জায়গায় হবে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন



বিজেপির বিরুদ্ধে আর কেউ লড়াই করতে জানেনা। বিষয়গুলো উল্লেখ করে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, সুদীপ রায় বর্মণ'রা কোন্ দলে যাবেন সেটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু পুর সন্ত্হার নির্বাচনের আগে সুদীপ রায় বর্মণের সাংবাদিক সম্মেলনকে কার্যত পুজি করে রাজনৈতিক ময়দানে যথেষ্ট উৎফুল্লিত ছিল তৃণমূল শিবির। এদিন যেন বিষাদের সুর! আগরতলায় ক্যাম্প অফিসে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে নানা বিষয়ে কথা বলছিলেন সুবল ভৌমিক, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়'রা। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের ব্রকস্টরের কর্মসূচি। এই কর্মসূচিকে সর্বাঙ্গিক সফল করতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে সোমবার সুবল ভৌমিক সহ

অনুষ্ঠান। এদিন সন্ধ্যায় আগরতলার একটি হোটেলের সামনে ছিল শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কর্মসূচি। এদিকে সুবল ভৌমিক জানিয়েছেন, রাজ্যের ৫৮টি ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বিজেপিকে যারা পরাজিত করতে বান কিংবা আন্তরিক অভিনয় রয়েছে, তাদের সবাইকে তৃণমূলে যোগদান করা দরকার। একমাত্র তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে ক্ষমতায় আসতে দেয়নি। একদিকে যেমন ৩৪ বছরের বামদলের পরাস্ত করার রেকর্ড গড়েছে তৃণমূল, তিক তেমন বিজেপিকেও উচিত শিক্ষা দিয়েছে তৃণমূল। যদিও ওই সময় রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি শিবিরেই ছিলেন। সুবল ভৌমিক বলেছেন,

বিশেষ করে শ্যামল পাল, জ্যোতি ভূষণ ধর, শুভেন্দু চক্রবর্তী, রত্না সিনহারা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলেন তখন সুবল ভৌমিক'রা ভেবেছেন, এবার সুদীপ বর্মণ'রাও কালীঘাটে যাবেন। কিন্তু ২০১৬ সালের বিপরীতে সুদীপ রায় বর্মণ'রা আর কালীঘাট গেলেন না। অন্যদিকে কালীঘাটের রণকৌশলীরা কংগ্রেস ত্রিপুরায় আর কিছু করতে পারবে না বলে ধোয়া তুলানেন সুবল ভৌমিক, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়'রা। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, নয়া রাজনৈতিক সমীকরণে তৃণমূল অনেক পেছনের সারিতে। কারণ, ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সুবল ভৌমিক'রা এখন কৌশলী রাজনীতিতে হেরে গেছেন! সুবল ভৌমিক এখন নতুনভাবে রসায়ন খুঁজতে শুরু করেছেন।

সরস্বতী পুজোর রাতে স্কুলে ঢুকে ছাত্রদের মারধর

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, ফটিকরায়া, ৭ ফেব্রুয়ারি।। সরস্বতী পুজার রাতে উত্তপ্ত হয় কুমারঘাট মহকুমার সায়াদারপাড় স্কুলে সংলগ্ন এলাকা। সেই ঘটনার জেরে শেষ পর্যন্ত থানার দ্বারস্থ হয় এলাকার নাগরিকরা। জানা গেছে, ওই রাতে কিছু দুর্ভুক্তি স্কুলে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। এমনকী ছাত্রদেরও মারধর করে। এই ঘটনায় আহত হন কয়েকজন ছাত্র। আক্রান্ত হন এক ছাত্রের মা'ও। শনিবার রাত ১১টা নাগাদ স্কুলে মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে বামেলার সূচনা হয়। বিদ্যালয় পাহারা দেওয়ার জন্য ও ছাত্র সেখানেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুমতি নিয়েই তারা বিদ্যালয়ে থেকে যায়। এলাকার কিছু যুবক বিদ্যালয়ে এসে ছাত্রদের ডাকতে থাকতে থাকে দরজা খোলার জন্য। ছাত্ররা দরজা খোলার পর বখাটে যুবকরা তাদেরকে মাইক গান বাজানো বন্ধ করার কথা বলে। এমনকী তাদেরকে বকাঝকা করে। অভিযোগ, কয়েকজন ছাত্রকে তারা মারধরও করে। অথচ ছাত্ররা বলেছিল তারা আর গান

বাজাবে না। এরই মধ্যে পার্শ্ববর্তী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আরও একটি পূজো আয়োজন ছিল। সেখানে এসে ওই দুর্ভুক্তিরা আরও বড় ধুমুকার কাণ্ড ঘটায়। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে দুই পক্ষের হাতাহাতি হয়। পার্শ্ববর্তী বাড়ির এক মহিলা এসে নোশাগ্রস্ত যুবকদের সেখান থেকে চলে যাওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু যুবকরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পুজোর সাজসজ্জা নষ্ট করে এবং বিভিন্ন সামগ্রী লুটপাট করে নিয়ে যায়। সোমবার গোটা ঘটনা নিয়ে এলাকায় সালিশি সভা হয়। অভিযোগ, ওই সালিশি সভায় অভিযুক্ত যুবকরা সকলকে অপমানিত করে সেখান থেকে চলে যায়। তাই গ্রামপ্রধান-সহ সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবেন থানায়। সেই মোতাবেক ফটিকরায়া থানায় অভিযোগও দায়ের হয়েছে।



কারবারিকে ধরেও উদ্ধার হল না নেশা সামগ্রী

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, ফটিকরায়া, ৭ ফেব্রুয়ারি।। নেশায় বৃন্দ একাংশ যুবকরা। এক কথায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা এখন মাদক সামগ্রীর মুক্তাঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন জায়গায় প্রকাণ্ডেই চলছে নেশার ব্যবসা। তবে ফিল্মি কায়দায় এক নেশা কারবারিকে হাতেনাতে নেশা সামগ্রী-সহ আটক করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। তবে তাকে আটক করা সম্ভব হলেও উদ্ধার হয়নি কোন সামগ্রী। কুমারঘাট মহকুমার ফটিকরায়ার অখিল নামে জৈনিক ব্যক্তি অনেকদিন ধরেই নেশা সামগ্রীর ব্যবসা চালিয়ে আসছে বলে অভিযোগ। পুলিশের কাছেও তার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ আছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে নেশা সামগ্রী-সহ আটক করার ছক কষেছিল। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সেতু সংলগ্ন এলাকায় তাকে আটকও করা হয়। কিন্তু তৎক্ষণি চালিয়ে উদ্ধার হয়নি কোন নেশা সামগ্রী। তবে পুলিশ তার বিরুদ্ধে একটি মামলা নিয়েছে বলে খবর।

বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ ফেব্রুয়ারি।। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিঁড়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের গারদি বাজার সংলগ্ন সিনাই নদীর পার্শ্ববর্তী ব্রিজ এলাকা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিঁড়ে যাওয়ার পর গারদি বাজার সংলগ্ন নিগমের কল সেন্টারে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু নিগম কর্মীরা নাকি

জানিয়ে দিয়েছেন সোমবার অস্তত তাদেরকে অন্ধকারেই থাকতে হবে। যা করার মঙ্গলবার দেখা যাবে। কিন্তু ওই দিনও যে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। এলাকাবাসী নিগম কর্তৃপক্ষের এই ভূমিকায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। তারা চাইলেহলে রাতে অস্তত ৯টা পর্যন্ত কল সেন্টার খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হোক। দুই শিফটে পরিষেবা দেবার মত কর্মী নিয়োগ করা হোক।

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেঘ : এই রাশির জাতক-জাতিকার মাঝে মাঝে থাকবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা। আঘাত বা দুর্ঘটনা থেকে সচেতন থাকা প্রয়োজন। কর্মে ও আর্থিক ক্ষেত্রে বহুল পরিবর্তন ঘটলেও আর্থিক ভারসাম্য স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হবেন। মানসিক ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা এবং মানসিক আঘাত বা মনোকষ্টজনিত যোগ লক্ষ্য করা যায়।

বুধ : দিনটিতে কর্মে শান্তি বিদ্যিত হবে। মানসিক আঘাত ও হতাশা বৃদ্ধির যোগ আছে। সিদ্ধান্তগত ভুলের জন্য নানাদিক থেকে ক্ষতি হতে পারে। অন্যের বুদ্ধির বা পরামর্শ ক্ষতিকর হবে। ধৈর্য রাখতে হবে।

মিথুন : কর্মক্ষেত্রে অশান্তি। বন্ধু বিচ্ছেদ। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি। অন্যের প্রতি নির্ভরতা বা বিশ্বাস না করা। শ্রেয়। প্রেম প্রীতির ক্ষেত্রে সাবধানে চলা দরকার। অকারণে দুশ্চিন্তা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা বা ঝগড়া দিনটিতে দেখা দেবে।

কর্কট : দিনটিতে হঠাৎ কোনো সুসংবাদ। আর্থিক দিকে উন্নতি তবে বাক সংখ্যার প্রয়োজন, শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে। ব্যবসা ভালোই যাবে। চাকরি জীবীরা কর্মক্ষেত্রে অহেতুক বামেল্লা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। আয়তাব শুভ।

সিংহ : দিনটিতে মানসিক অস্থিরতা, টেনশন, অভিরিক্ত চিন্তা ও অর্থব্যয়। নিজের ক্ষমতা বা যোগ্যতার বাহিরে কোনো রকম ঝুঁকি নেওয়া ব্যবসা বা চাকরি ক্ষেত্রে ঠিক হবে না। তবে সহকর্মী দ্বারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রম এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্ত জরুরি।

কন্যা : দিনটিতে কর্মক্ষেত্রে শান্তি বিদ্যিত হতে পারে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠককারী সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিশেষ সুযোগ। চাকরিজীবীরা অভিরিক্ত মানসিক চাপের ফলে দুশ্চিন্তায় দিনটি কাটবে। বেশি লাভের আশায় বিধিত হওয়ার যোগ প্রবল।

তুলা : সময়টা ভালোর দিকে গেলেও কিছুটা সমস্যার মধ্যে দিয়েই চলতে হবে। কোনো

অতিরিক্ত চাপ নানাভাবে সমস্যা বা মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। এই রাশির জাতক-জাতিকার অর্থভাগ্য শুভ। ব্যবসায়ীরা দিনটিতে লাভবান হবেন।

বৃশ্চিক : নানাভাবে দিনটিতে মানসিক বিপর্যয়তা ও হতাশা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি। বিশ্বাসে

আঘাত। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিনটিতে না করা ভালো। বিশেষ করে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া ও যত্ন নেওয়ার দরকার। ব্যবসায় কোনো প্রলোভন বা অতিরিক্ত লাভের জন্য ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকা দরকার।

ধনু : দিনটিতে কর্মক্ষেত্রে অশান্তি। মানসিক অস্থিরতা।

অপমান অপবাদের যোগ। প্রতারক বা প্রতারণাচালুক কাজকর্মে যুক্ত না থাকটাই মঙ্গলপ্রদ। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। নিজের চিন্তাভাবনাকে ফলপ্রসূ করার কিছুটা সুযোগ এবং সহায়তা পাবেন। ব্যবসায়ীদের পক্ষে দিনটিতে হঠাৎ কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মকর : দিনটিতে অন্যের প্রতারণায় নিজের পরিকল্পনাকে পরিত্যাগ করাটা ঠিক হবে না।

শরীর স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত শুভ। আর্থিক দিক থেকেও শুভ। ব্যবসায় নতুন কোনো যোগাযোগ দ্বারা সাফল্য বৃদ্ধি। অহেতুক আবেগ বা উদারতাকে সংযত রাখা দরকার।

কুম্ভ : পরিশ্রমে বিশেষ সাফল্য আসবে। চাকরিজীবী

ব্যবসায়ীদের আর্থিক দিক শুভ। আয় ব্যয়ের সমতায় সামঞ্জস্য থাকবে। তবে ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দিনটিতে পুরনো

সমস্যার সুরাহা হবে।

মীন : স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে শান্তিবিদ্যিত হতে পারে।

অপমান অপবাদ ও নানা বামেলোয় জড়িয়ে পড়ার যোগ আছে। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। নানা বাধা ঝুঁকির মধ্যে দিয়ে চলতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সময় নষ্ট না করা।

প্রতিবাদ কর্মসূচি ডিএসও'র



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন তেজি করেছে এআইডিএসও। সাংগঠনিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগরতলায় এদিন প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত হয়। ১-৭ ফেব্রুয়ারি সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিলের পাশাপাশি প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, শিক্ষার সমস্ত স্তরে ফি মকুব সহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করার দাবি ওঠে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সারা ভারত দাবি সন্ত্হারের ডাক দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি আগরতলার সিটি সেন্টারের

সামনে রাজ্য সভাপতি মৃদুল কান্তি সরকার ও রাজ্য সম্পাদক রামপ্রসাদ আচার্যের যৌথ নেতৃত্বে এক ছাত্র বিক্ষোভ সংগঠিত করে। বিক্ষোভে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিলের পাশাপাশি প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, শিক্ষার সমস্ত স্তরে ফি মকুব সহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করার দাবি ওঠে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সারা ভারত দাবি সন্ত্হারের ডাক দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি আগরতলার সিটি সেন্টারের

আজ রাতের ওয়ুধের দোকান ইস্টার্ন মেডিকেল হল ৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

নিহতদের পরিজনদের চাকরি চেয়ে ডেপুটেশন



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি।। উগ্রপন্থীর আক্রমণে নিহত পরিবারগুলিকে সরকারি চাকরি প্রদান, তেলিয়ামুড়া ১৫নং ওয়ার্ড এবং জামাইবারিকটলার উগ্রপন্থী আক্রমণের শিকার হয়ে যেসকল পরিবারগুলি নিজের ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছে প্রত্যেক পরিবারকে ভূমির বন্দোবস্ত করে দেওয়া-সহ চার দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন

প্রদান করল বিশ্ব বাঙালি জনজাগরণ মঞ্চ। সোমবার মঞ্চের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের নিকট এই দাবি সনদ প্রদান করা হয়। এদিনের ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন বিশ্ব বাঙালি জনজাগরণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা নির্মল রত্নপাল। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মাহমুদ দি সাব্জান জনজাগরণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা নির্মল রত্নপাল।

দাবিগুলির মধ্যে তেলিয়ামুড়া শহরের আবর্জনা দ্রুত পরিষ্কার করে ডাম্পিং স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা, এছাড়া নেশাজাতীয় ব্যবসা আটকানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি তোলা হয়। এছাড়াও বাসিয়ামঙ্গল এলাকায় যে ডাম্পিং স্টেশন রয়েছে সেটি পুনরায় চালু করার দাবি জানান জনজাগরণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা নির্মল রত্নপাল।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩x৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

ক্রমিক সংখ্যা — ৪২৯									
3			6	4				5	8
9	5	6	8	1	3	7	4	2	
4	8								
6	7			9					
5			7				1	2	9
	9	2	5	8	4	3	6	7	
7		4	9		8		3	6	
			3	7					
	3	9			5		7		

বিচারের দাবিতে এক প্রাক্তন সৈনিক

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার এক প্রাক্তন সৈনিক বিচারের দাবিতে এখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে। ঘটনায় অভিযুক্তরা নিজেদের ভারত মাতার সন্তান বলে দাবিদার, এলাকায় শাসকদলীয় সমর্থক বলেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। ঘটনা গত ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার। এই দিন রাজ্যে আগরতলা পুর পরিষদ-সহ অন্যান্য পুর ও নগর পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচনের দিন ছিল। সকাল থেকেই যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস শুরু হয়েছিল তারই একটি অংশ ছিল প্রাক্তন আসাম রাইফেলস জওয়ান নারায়ণ দেবনাথের উ পর আক্রমণের ঘটনাটি। এই দিন সকালে প্রাতঃস্মরণে বেরিয়ে ছিলেন নারায়ণবাবু। আগের দিন এলাকারই একাংশ শাসকদলীয় সমর্থক তার বাড়িতে গিয়ে পরদিন ভোট না দিতে বুঝিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পরদিন প্রাতঃস্মরণে বেরোতে দেখে

নারায়ণ দেবনাথকে প্রথম গালিগালাজ পরে অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় মনোজ ছেত্রী, রাজীব গুড়াং এবং সাধু মালাকার। অভিযোগ এখানেই শেষ নয়। এই বিষয়ে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় অভিযোগ জানালেও পুলিশ শুধুমাত্র সাদামাটা মারধরের অভিযোগ এনে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারায় মামলা নিয়েই নিজের দায়িত্ব সারতে চাইছিলেন। এতে আপত্তি করে আক্রান্ত নারায়ণ দেবনাথ। রীতিমত মাথা ফাটিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ হত্যার চেষ্টার কোন অভিযোগ নেয়নি। এরপরই উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন নারায়ণবাবু। মামলায় হত্যার অভিযোগে নিজের করে তদন্ত করার দাবি তুলেন তিনি। আদালতও এই দাবি মেনে পুলিশকে ৩০৭ ধারা মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে ঘটনার আড়াইমাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও হত্যার চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত এই

তিন সমাজদ্রোহী এলাকায় বুক চিতিয়ে ঘুরছে। পুলিশের দাবি অভিযুক্তরা পলাতক। এদিকে এই সমাজদ্রোহীদের বাড়িবাড়ন্তে চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে নারায়ণবাবুর পরিবার। প্রতিকার পেতে নারায়ণবাবুর ছেলে অতনু দেবনাথ সম্প্রতি বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর নজরে নিতে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে এক চিঠি দিয়েছেন। চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে চিঠি এসেছে। কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিষয়টি সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির নজরে নিতে আরেক চিঠি দেওয়া হয়েছে। আলাদা আলাদা ভাবে এই মামলায় বর্তমান অবস্থা ও নিগূহীত নারায়ণ দেবনাথের পরিবারের মানসিক অবস্থা জানিয়ে পুলিশ অ্যাকাউন্টিবিলিটি কমিশনেও জানানো হয়েছে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলে জানিয়েও অভিযুক্তদের গ্রেফতারের কোন উদ্যোগ নিতে

দেখা যায়নি। যদিও নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানা কর্তৃপক্ষ নিজেদের খানিক জামা পরিষ্কার রাখতে ইতিমধ্যেই মামলার চার্জশিট তৈরি করে আদালতে জমা করতে চলছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, একজন আসামিকেও গ্রেফতার না করে মামলার তদন্ত কিভাবে গুটিয়ে নেওয়া সম্ভব হল। এদিকে এলাকাতে অভিযুক্ত এই তিন সমাজদ্রোহীদের দাপটে আক্রান্ত পরিবার নতুন কোন ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছেন। যেখানে নিগূহীত নারায়ণবাবুকে কোন চক্রান্ত করে আইনি বিবাদে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এলাকা সূত্রে খবর, অভিযুক্ত এই তিন সমাজদ্রোহী এলাকারই এক মন্ত্রীর ছেলের বিশ্বস্ত অনুগামী। সেই সুবাদে এই তিন সমাজদ্রোহীকে এখনও জালে তোলার সাহস দেখায়নি রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ থানা নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সের পুলিশবাবুরা।

প্রয়াত তুষার কান্তি রায়

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। সোমবার দুপুরে সিপিআইএম উদয়পুর মহকুমা কমিটির প্রাক্তন সদস্য এবং প্রবীণ শ্রমিক নেতা তুষার কান্তি রায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালে প্রয়াত হন। বার্ষিকজন্মিত নানাবিধ শারীরিক সমস্যার কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন। সোমবার বুকে ব্যথা অনুভব করার পরে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে-সহ পরিজনরা বর্তমান। ষাটের দশকে রাজ্যে উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্পর্কে আসেন। ১৯৭৬ সালে সিপিআইএম-এর সদস্যপদ অর্জন করেন। তুষার রায় ১৯৭৯ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত উদয়পুর মহকুমা কমিটির সদস্য ছিলেন। ত্রিপুরায় সিআইটিইউ'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে তুষার রায় ছিলেন অন্যতম। গোড়া থেকেই রাজ্যের মোটর শ্রমিকদের অন্যতম সংগঠন টিএমএসইউকে শক্তিশালী করতে অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। কংগ্রেস শাসনে তুষারবাবুকে তিনবার কারাস্তরালে যেতে হয়েছিল। সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর রায়ের প্রয়াশে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। এদিকে, বিরোধী দলনেতা মালিক সরকারকেও এক বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, তুষার কান্তি রায়ের আত্মিক প্রয়াণ সংবাদ জেনে আমি স্তম্ভিত! কিন্তু এভাবে এমন সময়ে চলে যাবেন ভাবতে পারিনি। আমি মর্মান্ত! উদয়পুর রমেশ হাই স্কুলে পাঠরত অবস্থায় তুষার ছিলেন আমার অন্যতম ছাত্রলব। উদয়পুরের খাদ্য আন্দোলনের সময়, ফরেস্ট জলুম বিরোধী আন্দোলনের সময় তুষার হয়ে উঠেছিলেন আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহপাঠী। এ এক সুদীর্ঘ রাজনৈতিক বন্ধন। নীতি-আদর্শের প্রশ্নে সহমতের ভিত্তিতে অবিস্মরণীয় সহযোগিতার পথচলা। বিশ্বাস করতে মন চাইছে না যে তুষার আমাদের ষেড়ে চলে গেছেন। প্রথমে ছাত্র আন্দোলন এবং পরবর্তীতে শ্রমিক আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠনে অকৃত্রিম সাহসী সংগ্রামী ভূমিকা ও আন্তরিক সংগঠিত হিঁসাবে নিজের সত্যতা, নিষ্ঠা এবং কর্মদক্ষতার মধ্য দিয়েই উদয়পুর পার্টির বিভাগীয় নেতৃত্বে স্থান করে নিয়েছিলেন। স্থান করে নিয়েছেন শ্রমিক আন্দোলনের রাজ্য নেতৃত্বে।

গারদে মৃণাল, চাপে পুলিশ!

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ ফেব্রুয়ারি।। মুখামন্ত্রী চাইছেন রাজ্যকে নেশামুক্ত করতে। তবে শুনতে অবাক হলেও একাংশ নেতার আশ্বাসলেন পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযান সংগঠিত করতে পারছে না। তারই প্রমাণ মিলেলা সিপাহিজলা জেলায়। যদিও চাকরির ভয়ে পুলিশ আধিকারিকরা নেতাদের কথাতেই মজে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। কেননা পুলিশ আধিকারিকদের চাকরি এখন নেতাদের হাতের মুঠোয়। অন্তত টাকারজলা থানার পুলিশ সাহস দেখিয়ে এক কুখ্যাত নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করেও বিপদে পড়েছে বলে খবর। সেই অভিযুক্ত এখন বিচার বিভাগীয় হেপাজতে আছে। স্থানীয় এক নেতার কন্যাপাশে দুই থানার পুলিশ সঠিকভাবে নেশা বিরোধী অভিযান সংগঠিত করতে পারছে না বলে অভিযোগ। অথচ সেই নেতা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মঞ্চে ভাষণ রাখতে গিয়ে নেশামুক্ত রাজ্য গড়ার কথা বলেন। নেতাদের সাহায্য ছাড়া নেশার ব্যবসা যে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয় তা সবাই জানেন। টাকারজলা থানাধীন নবশান্তিগঞ্জ বাজার, পাখালিয়াবাড়ি, শান্তিরবাজার, গোলাঘাটি, টাকারজলা-সহ বিভিন্ন এলাকায় নেশা সামগ্রী বিক্রির ধুম পড়েছে। নবশান্তিগঞ্জের মৃণাল হোসেন, পাখালিয়াবাড়ির অভিজিৎ এবং নান্দুর কাছ থেকে যুবকরা নেশা সামগ্রী সংগ্রহ করে থাকে। অভিযোগ, স্থানীয় নেতা থেকে শুরু করে অনেকেই হাত আছে তাদের উপর। যে কারণে



নেশা কারবারিরা বুক ফুলিয়ে যুব সমাজকে ধ্বংস করছে। যদি তাদের সাথে নেতার কোন হাত না থাকে তাহলে কেনই বা মৃণালকে গ্রেফতার করার পরও তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য তিনি ফোন করেছিলেন? এলাকা সূত্রে খবর, মৃণাল হোসেন তার ছেলেকে সাথে নিয়ে নেশার কারবার চালায়। টাকারজলা থানার পুলিশ সেই খবর পেয়ে গত ডিসেম্বর মাসে মৃণাল'র বাড়ির সামনে গিয়ে নেশা সামগ্রী বিক্রির বিষয়টি ধরে ফেলে। তখন পুলিশকে দেখে মৃণাল পালিয়ে গেলেও তার ছেলে অন্তর হোসেনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে অবশ্য অভিযুক্ত অন্তর্বর্তী জামিনে ছাড়া পেয়ে যায়। এতদিন পর্যন্ত মৃণাল পলাতক ছিল। তবে গোপন খবরের ভিত্তিতে শনিবার রাতে টাকারজলা থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। এরপরে নাকি শুরু হয় নেতাদের একের পর এক ফোন আসা। তাদের একটাই কথা, মৃণালকে ছেড়ে দিতে হবে। অথচ এলাকাবাসী মৃণালকে গাছের সাথে বেঁধে খোলাই দিয়েছে। সেই জায়গায় পুলিশকে চাপ দিয়েও মৃণালকে ছাড়তে পারেনি ওই নেতা। রবিবার অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হলে জেলহাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সোমবার পুনরায় তাকে আদালতে পেশ করা হলে ৯ দিনের জন্য জেলহাজত মঞ্জুর হয়। সরকারি আইনজীবী জ্যোতিপ্রকাশ সাহা জানান, পুলিশ জেলে গিয়ে অভিযুক্তকে জেরা করতে পারবে। এখন অপেক্ষা নান্ট এবং অভিজিৎ-কে কবে পুলিশ জালে তুলতে সক্ষম হয়। আর তাদের সাথে জড়িত নেতাদের বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কিনা সেটাই দেখার।

মহকুমাশাসক অফিসে ডাম্পিং স্টেশন!

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ ফেব্রুয়ারি।। তাহলে কি মহকুমাশাসক অফিসেই ডাম্পিং স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে সেই অফিস চত্বরে গাড়ি গাড়ি আবর্জনা ফেলা হচ্ছে কেন? বিশালগড় মহকুমাশাসক অফিসের ভেতরে একের পর এক গাড়ি করে আবর্জনা ফেলার ঘটনা দেখে সবাই হতবাক। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, কর্মচারীরা সবকিছু দেখেও সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলছেন না। কারণ তাদের ভয় দ্বিগুণ কত! রেগে গেল তাহলে তাদের বিপদ হতে পারে। কর্মচারীদের প্রশ্ন অফিসের ভেতরে আবর্জনা ফেললে তারা কাজ করবেন কিভাবে? আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াবে সেটাই স্বাভাবিক। বিশালগড় পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষ পর পর দু'বার নেহালচন্দ্র নগর থেকে বিফল হয়ে ফিরে এসেছিল। কারণ সেখানে তারা ডাম্পিং স্টেশন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। স্থানীয় নাগরিকদের বাধার মুখে সেই কাজটি আর হয়নি। তাহলে কি নেহালচন্দ্রনগরে ডাম্পিং স্টেশন গড়ে না তুলতে পারায় এখন মহকুমাশাসক অফিস চত্বরেই বেছে নেওয়া হয়েছে? বিষয়টি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কেউই মুখ খুলেননি। তাই কর্মচারী থেকে সাধারণ মানুষ বিষয়টি নিয়ে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আছেন। কর্মচারীরা হয়তো এখন মুখ বন্ধ রাখলেও দুর্গন্ধ ছড়ালে তারা চুপ থাকবেন না। কারণ, কারো পক্ষেই দুর্গন্ধে থাকা সম্ভব নয়। সেই কারণেই তো নেহালচন্দ্রনগরের নাগরিকরা ডাম্পিং স্টেশনের বিরোধিতা করছেছিলেন। পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষও এখনও পর্যন্ত আবর্জনা ফেলার মত অন্য কোন জায়গা চিহ্নিত করেনি। তাই সবাই ধরে নিয়েছেন এখন থেকে সব আবর্জনা হয়তো মহকুমাশাসক অফিস চত্বরেই এনে ফেলা হবে।

সময়ের আগে স্কুল ছুটি, নালিশ জানাতে গেলেন অভিভাবকরা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ ফেব্রুয়ারি।। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা দেখা করলেন বিদ্যালয় পরিদর্শক এর সাথে। ঘটনা জম্পুইজলা বিদ্যালয়



পরিদর্শক এর কার্যালয়ে। জানা যায়, জম্পুইজলা আরডি ব্লকের অন্তর্গত সুধনা দেববর্মা মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলটির প্রাথমিক বিভাগ নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি বিভাগ চালু হয়েছে। ছাত্রছাত্রী রয়েছে ২৪৪ জন। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৬ জন। প্রাথমিক বিভাগের ইনচার্জের দায়িত্বে রয়েছেন মণিরাম দেববর্মা। স্কুলের পঠনপাঠনের সময়সূচি

করানো হচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে। প্রায় সময় শিক্ষক-শিক্ষিকারা বসে আড্ডায় মোত থাকে। প্রতিনিয়তই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। একাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকার গাফিলতির কারণে পঠনপাঠন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটছে প্রত্যন্ত গ্রামের জনগণিত ছেলেমেয়েদের। একাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুলে আসা মাত্রই কোন সময় বাড়ি ফিরবেন

সেই ধান্দায় ব্যস্ত থাকেন। যার ফলে সঠিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করা হয় না। সোমবার বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে ভালোভাবে ক্লাস করেননি শিক্ষক-শিক্ষিকারা। স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় নাটায়। ছাত্র ছাত্রীরা বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকদের কাছে জানায় সকাল নটায় স্কুল ছুটি দিয়ে দিয়েছে। তখন বেশ কয়েকজন অভিভাবক একত্রিত হয়ে জম্পুইজলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এর কার্যালয়ে গিয়ে ওঠেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক পঞ্চম মোহন জমাতিয়ার নিকট সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। জম্পুইজলা পরিদর্শক এ বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে নেনেন বলে জানান। যদিও সুধনা দেববর্মা মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলটি জম্পুইজলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন নয়। এই স্কুলের দুপুর বিভাগের প্রধান শিক্ষক স্কুলের সমস্ত বিষয় এবং সমস্ত পরিকাঠামোগত বিষয় দেখভাল করেন বলে বিদ্যালয় পরিদর্শক জানিয়ে দেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের নানা পরিকাঠামোগত সমস্যা নিয়ে সরাসরি অভিভাবক মহল। স্কুলের পানীয় জলের সমস্যা ছাড়াও মিড-ডে-মিলের মান অত্যন্ত নিম্নমানের বলে অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশের সাথে খেলছে বাইক চোরের দল!

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ ফেব্রুয়ারি।। যেন চোর-পুলিশের খেলা চলছে। তবে বিশালগড় মহকুমায় বাইক চুরি করার পর পাচারের দিক দিয়ে করিডর হিসাবে পরিণত হয়েছে সেটা সবাই জানে। বিশালগড় মহকুমায় বাইক চুরির ঘটনাও তুলনায় অনেক বেশি। কিছুদিন না পুলিশের হাতের অস্ত্রের দাপটের পর বিশালগড়, বিশ্রামগঞ্জ ও মধুপুর থানায় বাইক চুরির অভিযোগ জমা পড়লেও উদ্ধারের ক্ষেত্রে তেমনা সাফল্য দেখা যায়নি।

তবে বিশালগড়ে নতুন এসডিপিও হয়ে কিছুদিন আগে রাহুল দাস দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনদিনে তিনটি বাইক উদ্ধার হয়েছে। হয়তো অনান্য প্রেক্ষাপটের কারণে হাত পড়েছে। কেননা, এতদিন বিশালগড় মহকুমায় লাগাতার বাইক চুরি হলেও কেন উদ্ধার করতে পারলেন না পুলিশ? গত দুই-তিনদিনে বিশালগড় থানা এলাকায় আরও দুইটি বাইক চুরি হয়। যদিও সেই বাইকগুলি এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে আগরতলা এয়ারপোর্ট, পূর্ব ও এডিনগর থানা

এলাকা থেকে চুরি হওয়া তিনটি বাইক বিশালগড় থানার পুলিশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। সাথে শহরের দুই দাগি চোরকেও পুলিশ গ্রেফতার করতে পেরেছে। তাদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। রবিবার দুপুরে আগরতলার কলেজটীলা থেকে সড়ক পাশের বাইক চুরি হয়েছিল। পূর্ব থানায় মামলা দায়ের করার পর মাত্র দুই থেকে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে সেই বাইকটি বিশালগড় থানার পুলিশ হরিশনারায় চা-বাগান এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে। হয়তো সেখানে বসেই চোরের দল বাইকটি পুলিশকে দেখে চোরেরা পালিয়ে যায়। রাতে পুলিশ বাইকটি মালিক সৌরভ পালের হাতে তুলে দেন। সোমবার বিকেলে বিশালগড়ের এসডিপিও রাহুল দাসের নেতৃত্বে ঘনিয়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রতনগরের গভীর জঙ্গল থেকে টিআর০১এন্ড ৫৯১৫ নম্বরের একটি বাইক উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, এডিনগর থানাদীন মধ্যপাড়ার জৈনক সেকত কান্তি দত্তের এই

বাইকটি তিন চারদিন আগে চুরি হয়েছিল। তিনি এডিনগর থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, ঘনিয়ামারার এই জঙ্গলটিতে বাইকটি রাখা হয়েছিল রাতে পাচার করা জন্য। ঠিক এই সময়েই পুলিশ বাইকটি উদ্ধার করেছে। কিন্তু পুলিশ সেই বাইকটি উদ্ধার করার খানায় নিয়ে আসার আগেই বিশালগড়ের টাউন গার্লস স্কুল মাঠের সংকীর্ণতনের সামনে থেকে জর্নালি দেবনাথের বাইক চুরি হয়ে যায়। তিনি পরিবার নিয়ে কীর্তনে চা-বাগানে এসে দেখেন বাইকটি নেই। তারপরই তিনি বিশালগড় থানার দ্বারস্থ হন। রাতে সংবাদ লেখা অবধি সেই বাইকটি উদ্ধারের কোন খবর পাওয়া যায়নি। বিশালগড় মহকুমার কৈয়াচেপা, কামখানা, কোনাবন, অরবিন্দনগর সেই এলাকার সীমান্ত দিয়েই বাইকগুলি পাচার হয়ে থাকে বলে অভিযোগ। এসডিপিও রাহুল দাস জানান, বাইক চুরির বিরুদ্ধে কড়া নজর দেওয়া হচ্ছে। খবর, সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত কোনাবন, কৈয়াচেপা সীমান্তে কঠোরভাবে নজরদারি রাখা হয়েছে।

বিপজ্জনক অবস্থায় সেতু

অস্লেতে রক্ষা পেলেন চালক

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, ফটিকরা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। পের্চারথল থেকে কাঞ্চনপুর যাওয়ার সড়কের মাঝামাঝি



এলাকায় থাকা লোহার ব্রিজ এখন বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। হিমাচলপ্রদেশ থেকে আসা পণ্যবাহী লরি অল্পের জন্য সেতু ভেঙে নিচে পড়ে যায়নি। তবে এই ঘটনায় লরির চাকা ফেটে যায়। যার ফলে লরি

চালকও একটা সময় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পরবর্তী সময় সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে লরি চালক জানান, সেতুর

কথা অনুযায়ী মানুষের প্রাণ সবার আগে। যদি মানুষই না থাকে তাহলে কোন কিছুরই মূল্য নেই। সেই কথা মাথায় রেখে যেন প্রশাসন অবিলম্বে সেতু সারাই করে। সেতুর একেবারে সামনের অংশই বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। কারণ সামনের অংশের লোহার পাত সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গেছে। স্থানীয় লোকজনও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে সেতুর বিপজ্জনক অবস্থা দেখেছেন। এখন প্রশ্ন উঠছে, জাতীয় সড়কের পার্শ্ববর্তী সেতু যদি এই অবস্থায় থাকে তাহলে যানবাহন চলাচল করবে কিভাবে? একে তো জাতীয় সড়কে যান চলাচল এখন খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ চলায় যানবাহন আসা-যাওয়ার খুবই কষ্ট হচ্ছে। অন্য রাস্তাও এখন বিপজ্জনক অবস্থায়।

VACANCY

SPYM is looking to fill up the post of CLW (01 no.) purely on temporary basis as detailed below : Name of the Post : Cluster Link Worker (01 no.) Preferred Working Area : Under Chandipur block. Date & Venue of interview : On 11/02/2022 in SPYM Office premises at Kumarghat Vivekananda Choumohani (Near ISKON Mandir). Registration from 11.00 A.M. onwards as on date. Monthly Emoluments:Honorarium Rs. 6050/- & Travel Reimbursement (Rs. 2400/- maximum). Qualification & Requirements: Minimum Class XII passed. Should possess a two wheeler with valid driving license, 1 year working experience in the health / social sector & a resident under Chandipur RD block will be preferred.

SPYM reserves the right to reject the whole procedure at any time without assigning any reason. For further quires pls contact 07641820135 / 9402356465

Sd/-
Executive Director
SPYM, New Delhi

বাগান ধ্বংস করলো দুষ্কৃতিরা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কদমতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি।। রাতের অন্ধকারে নাশকতামূলকভাবে সুপারি বাগান তছনছ করল দুষ্কৃতিরা। ঘটনা পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত পূর্ব রৌয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫নং ওয়ার্ডে। ওই এলাকার বাসিন্দা সুভাষ গোস্বামীর সুপারি বাগান ধারালো অস্ত্রের দ্বারা ধ্বংস করে দেয় বলে অভিযোগ। প্রায় ১৬০টির বেশি সুপারি এবং কলাগাছ কেটে ফেলে হয়। বাগান মালিক জানান, গত ৪ ফেব্রুয়ারি বাগানে কাজ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাতের দশটার দিকেই বাগানের প্রায় ৮০ শতাংশ গাছ কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে নিজেকে সামলে রাখতে পারেন নি। এলাকার নির্বাচিত সদস্যদের এ বিষয়ে জানানো হয়। তাদের পরামর্শ অন্ধকারে নাশকতামূলকভাবে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, ২০২০ সালের ২৯ ডিসেম্বর তার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি পরিবারের সাথে রাস্তা সংক্রান্ত জমির বিবাদকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর সিজএম কোর্টে



তাই বিষয়টি তদন্তক্রমে খতিয়ে দেখতে তৎকালীন বাদীপক্ষের আট জনের নামে অভিযোগ এনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পানিসাগর থানায়। তবে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও পানিসাগর থানা ঘটনার তদন্ত

বিষয়, এই বিষয়ে পানিসাগর থানা কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।



PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-25/EE/RDUD/G/2021-22 DATED-02/02/2022

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to **15.00 Hrs on 22/02/2022** for the following work-

1. Providing internal Electrification at Type-II residential Quarter at Chandrapur H S School for ST/SC Hostel Superintendent under Matabari R.D. Block, Udaipur, Gomati District.
2. Providing internal Electrification at Type-II residential Quarter at Noabari H S School for ST/SHostel Superintendent under Killa R.D. Block, Udaipur, Gomati District.
3. Construction of 3 (three) nos. Modern Yatri Shed near Bagma School Chowmuahani, Agriculture Chowmuahani, near Bagma Bazar under Killa R.D. Block, Udaipur, Gomati District.
4. Construction of RCC Cross Drain (2m x 5.5m) near the house of Ratan Basi Jamatia at Wanjibasari at Killa ADC village under Killa RD Block.
5. Maintenance of Purba Barabhaiya Steel Foot Bridge over the river of Kachugang near the land of Hirald Nandi (middle portion to last portion) at Purba Barabhaiya GP under Tapania R.D. Block, Udaipur, Gomati District.
6. Construction of 4 (four) nos. Modern Yatri Shed namely-
 - (i) Modern Yatri Shed at Matabari Market Complex at Matabari, Udaipur, Gomati District.
 - (ii) Modern Yatri Shed at Uttar Maharani near the house of Anisur Miya under Matabari R.D. Block Udaipur, Gomati District.
 - (iii) Modern Yatri Shed in front of Holakhet Road and opposite to Bankumari temple under Matabari R.D. Block Udaipur, Gomati District.
 - (iv) Modern Yatri Shed at Garjee Bazar under Matabari R.D. Block, Udaipur, Gomati District.
7. Construction of Pucca Drain near Wangle Mela under Purba Garjeechara VC of Matabari RD Block.
8. Construction of Brick Soling from Moti Ghosh House to Notison Marak House, (Part-1) at Purba GarjeecharaVC under Matabari RD Block.

For details visit website <https://tripuratenders.gov.in> and contact by e-mail to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/- Illegible
(Er. T.K. Sarkar)
Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District, Tripura.

ICA-C-3636-22

জানা ওজানা

সূর্য কীভাবে বাঁচিয়ে রাখছে

প্রত্যেক প্রাণের টিকে থাকার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য দরকার শক্তি। মোবাইলের স্ক্রিনে যা দেখছি তার জন্য দরকার শক্তি, ফ্যানে নিচে বসে আরাম করছি তার জন্য দরকার শক্তি, রংবেরংর কাপড় পরে ফ্যাশন করছি তার জন্যও দরকার শক্তি। এমনকি বেঁচে যে আছি তার জন্যও দরকার শক্তি। বেঁচে থাকার জন্য এবং টিকে থাকার জন্য যত শক্তির দরকার হয় তার সবই আসে সূর্যের কাছ থেকে। হয়তো খাবার খেয়ে শক্তি পাচ্ছি কিন্তু সেই শক্তির জোগানদাতা খাবার নয়, সূর্য। হয়তো জলবিদ্যুৎ বা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ থেকে মোবাইল চার্জ করছি, কিন্তু সেই শক্তির জোগানদাতা বিদ্যুৎকেন্দ্র নয়, সূর্য। শুধু এগুলোই নয়, পৃথিবীর প্রায় সব শক্তির পেছনেই আছে সূর্য।

সূর্যের বৃকে নিউক্লিয়ার ফিশনের মাধ্যমে অকল্পনীয় পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। সেগুলোর ক্ষুদ্র অংশ বিকিরণের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। এই সামান্য শক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য। মোটামুটি পৃথিবীর সব জীব অস্তিত্ববান আছে সূর্যের শক্তিকে ব্যবহার করে। কীভাবে? প্রথমে উদ্ভিদের কথা বিবেচনা করি। উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য তৈরি করে সূর্যের আলো থেকে। সূর্যের আলোর সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে শোষণ করা খনিজ পদার্থের বিক্রিয়ায় তৈরি হয় উদ্ভিদের খাদ্য।

খাদ্য তৈরি করার এ কাজটি করে উদ্ভিদের পাতা। পাতার মধ্যে ঘটে যাওয়া প্রক্রিয়াগুলো হাজার হাজার সোলার প্যানেলের সমন্বয়ে তৈরি বিশাল এক ফ্যাক্টরির মতো। সূর্যের শক্তি যেন বেশি করে ব্যবহার করা যায়, সে জন্য গাছের পাতাগুলো চ্যাপ্টা হয়ে থাকে। চ্যাপ্টা পাতা এর ক্ষেত্রফল বাড়়ে এবং বেশি জায়গাজুড়ে আলো পড়ে। বেশি আলো পড়ার মানে হলো বেশি পরিমাণ শক্তি তথা খাদ্য উৎপাদন। পাতায় উৎপন্ন হওয়া বিভিন্ন ধরনের খাদ্য (মূলত সুগার) বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চলে যায় উদ্ভিদের পুরো দেহে। দেহের বিভিন্ন অংশ আবার সুগার থেকে স্টার্চ বা শ্বেসচার তৈরি করে। শক্তি হিসেবে এটি আবার চিনি থেকেও বেশি সুবিধাজনক। এগুলোকে খাদ্য হিসেবে খেয়ে বেঁচে থাকে তারৎ দুনিয়ার প্রাণী। তৃণভোজী কোনো প্রাণী, যেমন



হরিণ বা খরগোশ, যখন কোনো উদ্ভিদকে খায়, তখন উদ্ভিদের শক্তিগুলোও তাদের দেহে যায়। শক্তিগুলো কাজে লাগে খাদ্য সংগ্রহ করা, সঙ্গীর সঙ্গে মিলন করা, বিপদে দৌড় দেওয়া, অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা ইত্যাদিতে। উদ্ভিদ থেকে সংগ্রহ করলেও এই শক্তিগুলোর আদি বা মূল উৎস হচ্ছে সূর্য। মাংসভোজী প্রাণীরা আবার তৃণভোজী প্রাণীদের খায়। ফলে এখানেও তৃণভোজী প্রাণীর শক্তি স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসছে মাংসভোজী প্রাণীতে। এই শক্তিকেও মাংসভোজী প্রাণীরা বিবাদ, দৌড়, মিলন, গাছে চড়া ইত্যাদি কাজে লাগায়। যদিও কয়েকটা অতিরিক্ত খাপ পার হয়ে আসছে; কিন্তু এখানেও শক্তির মূল উৎস হিসেবে থাকছে সূর্য।

সেসব ক্ষুদ্র প্রাণী মাংসভোজী

প্রাণীর দেহে বসবাস করে বেঁচে থাকে, তাদের শক্তির উৎসও মূলত সূর্য। কোনো জীব যখন মারা যায় সেটি মাটিতে বিয়োজিত হয়। কখনো কখনো আবর্জনাভুক্ত প্রাণীরা এদের দেহাবশেষ খেয়ে ফেলে। এমন ধরনের আবর্জনাভুক্ত প্রাণীর উদাহরণ হচ্ছে গোবরে পোকা। ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকও মৃতদেহকে খেয়ে শেষ করে ফেলতে পারে। এখানেও সেই আগের কথা, শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য। জ্বালানির জন্য আমরা কাঠ বা কয়লা বা তেল ব্যবহার করি। এদের সবগুলোর পেছনে জোগানদাতা হিসেবে আছে সূর্য। গাছ তো সরাসরি সূর্যের শক্তিকে ব্যবহার করেই বেড়ে ওঠে বা কাঠল হয়। মাঝে মাঝে কিছু গাছ ও গাছজাতীয় বস্তু খনিজ কয়লায় রূপান্তরিত হয়। এগুলোও জ্বালানি হিসেবে দারুণ। এখানেও মূল শক্তি সূর্য। একই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় জ্বালানি তেল (জীবাশ্ম জ্বালানি)। এই তেল ব্যবহার করেই আজকালকার গাড়ি—যোড়া ও নানা মোটর চলে। এগুলোর ওপর তার ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা। এখানেও শক্তির প্রাথমিক উৎস সূর্য।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি গ্যাসের রাসায়নিক শক্তিকে ব্যবহার করে আর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জলের সঞ্চি়ত শক্তিকে (বিভব শক্তি) ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এখানেও মূল শক্তির উৎস হিসেবে আছে সূর্য।

তেলের মতো করেই সূর্যের শক্তি সঞ্চয় করে জ্বালানি গ্যাস তৈরি হয়। তা না হয় ঠিক আছে। কিন্তু জলের সঞ্চি়ত শক্তিতে সূর্য আসে কীভাবে? জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে মূলত জলকে বাঁধ দিয়ে আটকে ওপর থেকে নিচে ফেলা হয়। ওপর থেকে কোনো কিছু নিচে পড়লে মহাকর্ষের চানে তার মাঝে গতিশক্তি তৈরি হয়। তা থেকে যথেষ্টভাবে প্রক্রিয়াজাত করে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করা হয়। এখন প্রশ্ন হলো— জলকে ওপরে নিচ্ছে কে? জল ওপরে না উঠলে তো আর আমরা এই শক্তি পেতাম না।

জলকে ওপরে নিচ্ছে মূলত সূর্য। জলচ্ছন্ন নামে অত্যন্ত চমৎকার একটি পদ্ধতিতে জলকে বাষ্পে রূপান্তরিত করে বাতাসে ভাসিয়ে ওপরে নিয়ে যায় সূর্য। সেগুলো বৃষ্টি হিসেবে ঝরে পড়়ে উঁচু অঞ্চলে। সেগুলো নদী বেয়ে নিচে নেমে আসে ধীরে ধীরে। পশ্বে মানুষের কেউ কেউ বাঁধ

দিয়ে কিছুটা সঞ্চি়ত শক্তি নিজেদের কাজে ব্যবহার করে নেয়। বলতে থাকলে বলা শেষ হবে না। চারপাশের যেদিকেই তাকাই না কেন সবকিছুতেই আছে সূর্যের হাত। মাটি, জল, পাতা, লাতা, কাঠ, কয়লা, তেল, কাগজ, কাপড়, ফার্নিচার, হিটার, ফ্যান ইত্যাদি সবকিছুতেই দেখতে পাব সূর্যের অবদান, সূর্যের উপস্থিতি। পৃথিবীতে বসবাসের প্রতিটি মিনিটে আমরা সূর্যের কাছে ঋণী। শুধু আমরা নই, পৃথিবীর সব প্রাণই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূর্যের কাছে ঋণী।

সূর্য যে আমাদের এত কিছু দিচ্ছে, খাইয়ে—পরিবেশ বীচিয়ে রাখছে, আমাদের উচিত সূর্যকে নিয়ে আরও আরও গবেষণা করা। সূর্যের রহস্যকে ভেদ করা, সূর্য থেকে আরও আরও শক্তি

● এরপর দুইয়ের পাতায়



হিজাব পরিহিতাদের ক্লাস করতে বারণ করার ঘটনায় উত্তাল শিক্ষাঙ্গন। তারই প্রতিবাদে শ্লেগান উঠলো হিজাব আমাদের অধিকার। আমাদের অধিকার কেউ খর্ব করতে পারবে না। আমাদের পরিচয় আমাদের অধিকার। এই শ্লেগানে মুখরিত হলো কর্নাটকের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিবাদে शामिल হলেন মুসলিম মহিলারা।

ভোটে লড়তে মৃত ব্যক্তির অবস্থান বিক্ষোভ

লখনউ, ৭ ফেব্রুয়ারি।। আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে ভোটে দাঁড়াচ্ছেন এক মৃত ব্যক্তিও। শুধু এইবারই নয়, গত ১৯ বছর ধরেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরণের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করেন বারাণসীর এই ব্যক্তি। তবে রাজনীতি করার বা সমাজকল্যাণের কোনও লক্ষ্য নেই তাঁর। ছিটাউনির বাসিন্দা সন্তোষ মুরত সিং চান শুধু নিজেকে জীবিত প্রমাণ করতে। সরকারি রেকর্ড অনুসারে, ২০০৩ সালে মুম্বইয়ে একটি ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তবে সন্তোষের দাবি, তাঁর আত্মীয়রা জালিয়াতি করে তাঁর ওই মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরি করেছে। এ যেন বলিউড অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠির ফিল্ম “কাগজ”-এর কাহিনি। এই কাহিনির সঙ্গে জড়িয়েও আছে এক বলিউড অভিনেতার নাম, নানা পাটেকর। সুপাতত সেই ২০০০ সালে। সন্তোষ মুরত সিং জানিয়েছেন, ওই বছর নানা পাটেকর এক চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের জন্য ছিটাউনিতে এসেছিলেন। সেই সময় সন্তোষের সঙ্গে নানা’র পরিচয় হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে সন্তোষ মুম্বই চলে গিয়েছিলেন। বলি অভিনেতার বাড়িতে রাঁধনি হিসাবে কাজ নিয়েছিলেন। ২০০৩ সালে মুম্বইয়ের এক ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই সময়ই তাঁর তৃত্তো ভাইরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল বলে দাবি সন্তোষের। তিনি মুম্বইয়ে ওই বিস্ফোরণের মারা গিয়েছেন বলে, ষড়যন্ত্রকারীরা উত্তরপ্রদেশের রাজস্ব বিভাগ থেকে তাঁর মৃত্যুর জাল সংশাপত্র তৈরি করিয়েছিল। তাদের নজর ছিল, সন্তোষের নামে থাকা ১২ একর জমির উপরে। মৃত্যুর শংসাপত্র হাতে পাওয়ার পরই, সন্তোষের তৃত্তো ভাইরা ওই জমি বিক্রি করে দিয়েছিল। ২০০৪ সালে গ্রামে ফিরে তিনি বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন। তারপর, বিভিন্ন সরকারি দফতরে ছোটোছুটি করেছেন, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

কোনওভাবেই নিজেকে তিনি জীবিত প্রমাণ করতে পারেননি। ২০১২ সাল থেকে তিনি বরাবর দিল্লির যন্তুর মন্তরে অবস্থান করেছেন। একবার ১৪ দিনের জন্য জেলও খেটেছেন। কিন্তু তাঁর ক্বজ হয়নি। সমস্ত প্রচেষ্টা ঠাঁ হওয়ার পর, বিরক্ত সন্তোষ ঠিক করেছিলেন তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব করবেন। নির্বাচনে জিতে নিজেকে জীবিত প্রমাণ করবেন।

শেয়ার বাজারে ধাক্কা

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি।। শেয়ার বাজারে ফের বড় ধস। এক ধাক্কায় ১৩০০ পয়েন্ট পড়লো শেয়ার বাজার। বাজেট অধিবেশনের পর এই প্রথম শেয়ার বাজারে এত বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। শুধু শেয়ার বাজারে নয় ধাক্কা এসেছে নিফটিতেও। একাধিক বড় কোম্পানির শেয়ারের দাম পড়েছে। সকাল থেকেই ভালই চলছিল শেয়ার বাজার। দিনের মাঝামাঝি থেকেই প্রভাব পড়তে শুরু করে দালাল স্ট্রিটে। বাজেট অধিবেশনের পর মোটের উপরে চান্সই ছিল শেয়ার বাজার। দালাল স্ট্রিটে খুশির হাওয়াই বইছিল। কিন্তু সেটা বেশিদিন আর স্থায়ী হল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই ফের ধাক্কা শেয়ার বাজারে। দুপুরের পর থেকে একের পর এক বড় কোম্পানির শেয়ারের দাম পড়তে শুরু করে। লার্সেন টুরোর, হিন্দুস্তান ইউনিভিভার, আইটিসি, ভারতী এয়ারটেলের মত একাধিক বড় কোম্পানির শেয়ার দুপুর দেড়টার পর থেকে পড়তে শুরু করেছিল। অন্যদিকে নিফটিতেই প্রভাব পড়তে শুরু করে। সকাল থেকে ভালই ছিল নিফটি। ৩৩৩ পয়েন্ট কমে গিয়েছে নিফটি। ১৭,১৮-তে নেমে এসেছে নিফটি। শেয়ার বাজারে পতন সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক ছাড়াও সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছে আইসিআইসি ব্যাঙ্ক, ইনফোসিস, কোটা মহিন্দ্রা, রিলায়েন্স বহি এবংকাথিক নামিাদমি সংস্থা। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে খুব একটা ভাল অবস্থায় নেই শেয়ার বাজার। রক্তক্ষরণ সাময়িক বন্ধ কলেও ভেতরে ভেতরে ক্ষত রয়েছে। মাঝে মাঝেই শুরু হয়ে যাচ্ছে রক্তক্ষরণ। যদিও বাজেট অধিবেশনের দিন ভালই ছিল শেয়ার বাজারের অবস্থা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দেশের জিডিপি বৃদ্ধি ৯.২ শতাংশ দেখিয়েছিলেন। সেটা পরের বছরে ৮-৮.২ শতাংশ হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে দেশের অর্থনীতিকে চান্স করতে সুরেন্দ্রশীলী একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। যদিও বিরোধীরা বার বারই মোদি সরকারের এই বাজেটকে সন্তু সারসুন্দর বা বৈপ্লভ্য বাজেট বলেই কটাক্ষ করেছেন। রাফল গান্ধী থেকে শুরু করে দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম সকলেই অভিযোগ করেছেন, ধনীদের কথা মাথায় রেখেই মোদি সরকার বাজেট করেছেন। আম জনতার জন্য বাজেট পেশ করেননি তিনি। আয়কর ছাড়ও বাতুল কোনও ঘোষণা করেনি। দেশে জৈি প্রকল্প চালু হবে লগিত বছরেই বলে ঘোষণা করেছেন নির্মলা সীতারামণ। সেকারগেই মোবাইলের দাম কমানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধীরা।

অঙ্গচ্ছেদন প্রথা মহিলার মর্যাদার অবমাননা, অবিলম্বে বন্ধ হোক: পোপ ফ্রান্সিস

ওয়াশিংটন, ৭ ফেব্রুয়ারি।। ‘ফিমেল জেনিটাল মিউটিলেশন’ সংক্ষেপে ‘এফজিএম’। ভারতে যে প্রথা পরিচিত ‘খাতনা’ নামে। বয়ঃসন্ধিতে মেয়েদের ‘ক্লিটরিস’ বা যৌন সুখানুভূতির প্রত্যঙ্গ কেটে দেওয়ার প্রথা যুগ যুগান্তর ধরে চলছে বিভিন্ন দেশে। অবিলম্বে প্রাচীন এই প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করলেন পোপ ফ্রান্সিস। রবিবার ভ্যাটিকান সিটির ‘সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে একটি সভায় পোপ বলেন, “ফিমেল জেনিটাল মিউটেলেশন’ (লিঙ্গচ্ছেদ) এবং মহিলা পাচার তাঁদের সম্মানের পক্ষে অবমাননাকর।” তিনি জানান, মহিলা সম্মান বিরোধী প্রথা ও কাজকর্ম করে এক শ্রেণির মানুষ অর্থ উপার্জন করছেন। প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ৩০ লক্ষ মহিলাকে এই প্রথার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যা তাঁদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই এই প্রথা বন্ধে ব্যবস্থা নিক সরকার। উল্লেখ্য, দুনিয়ার বেশ কিছু দেশে কয়েকটি ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে ‘ফিমেল জেনিটাল মিউটিলেশন’ (এফজিএম) বা ‘খাতনা’র রীতি প্রচলিত রয়েছে। কম বয়সে প্রতিবাদের ক্ষমতা তৈরি হওয়ার আগে ‘ক্লিটরিস’ বা যৌন সুখানুভূতির প্রত্যঙ্গটি কেটে দেওয়া হয়। গাম্‌সিয়া, সোমালিয়া, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশের মেয়েরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই প্রথার বিরুদ্ধে। এ নিয়ে ক্রমাগত সরব হচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য,

জেএনইউ-র প্রথম মহিলা উপাচার্য

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি।। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)-এর প্রথম মহিলা উপাচার্য মনোনীত হলেন শান্তিস্রী ধুলিপুড়ি পণ্ডিত। তিনি বিদ্যায়ী উপাচার্য এম জগদেশ কুমারের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। শান্তিস্রী বর্তমানে মহারাষ্ট্রের পুণের সাবিরীবাই ফুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য পদে রয়েছেন। ১৯৬২ সালের ১৫ জুলাই রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে শান্তিস্রীর জন্ম। ১৯৮৮ সালে তিনি গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশায় যোগ দেন। তার আগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাওয়ার পর ১৯৮৫ সাল থেকেই জেএনইউ-র ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে গবেষণা জগতে তাঁর প্রবেশ। নানা বিষয়ে তাঁর গবেষণা পত্র রয়েছে। ভারতের পাশাপাশি বিদেশের বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন তিনি। ১৯৯৩ সালে শান্তিস্রী পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি ‘ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন’ (ইউজিসি), ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ’ (আইসিএসএসআর) এর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভিজিটর মনোনীত হয়েছেন।



হিন্দি বলয়ে স্বাগত মমতাকে। উত্তরপ্রদেশের ভোট প্রচারে অখিলেশ যাদবের সঙ্গে মমতা ব্যানার্জী।

স্পুটনিক লাইটকে ছাড়পত্র

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি।। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকাকররাই মূল হাতিয়ার, এমনটাই শুরু থেকে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। ক্রোনা পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে জরুরি ভিত্তিতে সিদ্ধল ডোজ স্পুটনিক লাইটকে ছাড় পত্র দিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য টুইট করে খবরটি জানিয়েছেন। দেশে করোনা মোকাবিলায় এটি নবম ভ্যাকসিন। আপাতত জরুরি ভিত্তিতেই এটি ব্যবহার করা যাবে। রবিবার টুইটারে

জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, অতিমারিকালে এখনও পর্যন্ত ২৯টি দেশে এই ভ্যাকসিনটি ছাড়পত্র পেয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, ডাঃ রেভিজ ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত হয়েছে স্পুটনিক লাইট ভ্যাকসিন। সম্প্রতি ড্রাগস কন্ট্রোলর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার কাছে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভ্যাকসিন হিসাবে স্পুটনিক লাইটের রেজিস্টার করার জন্য প্রস্তাব জমা দিয়েছিল এই ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা। টায়ালের পরে সংস্থার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে,

ওমিক্রনের বিরুদ্ধে ৭৫ শতাংশ কার্যকরী সিদ্ধল ডোজ স্পুটনিক লাইট ভ্যাকসিন। গবেষণার পরে জানাচ্ছে, ৬ মাস ধরে এই ভ্যাকসিন নেওয়া থাকলে, করোনা সংক্রমণ রুখতে ১০০ শতাংশ কাজ করতে পারে এই ভ্যাকসিন। দেশে ওমিক্রন-এউ আছড়ে পড়তেই ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে বুস্টার ডোজ প্রক্রিয়া। এই মুহূর্তে স্বাস্থ্যকর্মী, প্রথম সারির করোনা যোদ্ধা এবং যান্ত্রের্ধ ব্যক্তিরাই বুস্টার ডোজ পাবেন।

মোদিকে নিশানা আরএলডির

লখনউ, ৭ ফেব্রুয়ারি।। আগামী বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশে অনুষ্ঠিত হতে চলছে প্রথম দফার নির্বাচন। তাই গোটা দেশ এখন তাকিয়ে সেই হাইডোস্টেজ নির্বাচনের দিকেই। নির্বাচনের আগে শেষ মুহূর্তের প্রচার সারতে তৎপর বিজেপি থেকে সব দল। কিন্তু তাতেই বাধ সেধেছে আবহাওয়া। সোমবার উত্তরপ্রদেশের বিজনােরে দলের হয়ে প্রচারের জন্য যাওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেই সফর বাতিল করেছেন তিনি। আর এরপরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করেছেন রাষ্ট্রীয় লোকদলের প্রধান জয়ন্ত চৌধুরী। জানা গিয়েছে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির জোটসঙ্গী হয়েছে রাষ্ট্রীয় লোকদল। জয়ন্ত চৌধুরীর দাবি, উত্তরপ্রদেশে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বিজেপি। তাই সভা বাতিল করছেন মোদি। পাশাপাশি তাঁর আরো অভিযোগ, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির জোটসঙ্গী হয়েছে রাষ্ট্রীয় লোকদল। জয়ন্ত চৌধুরীর দাবি, উত্তরপ্রদেশে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বিজেপি। তাই সভা বাতিল করছেন মোদি। পাশাপাশি তাঁর আরো অভিযোগ, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির জোটসঙ্গী হয়েছে রাষ্ট্রীয় লোকদল। জয়ন্ত চৌধুরী লিখেছেন, বিজনোরের আবহাওয়া খুব ভালো। কিন্তু বিজেপির আবহাওয়া খারাপ। তার সঙ্গে তিনি দুটি ছবিও পোস্ট করেছেন। সেখানে একটি নিউজ বুলেটিনের

একটি ক্লিনশট যেখানে প্রধানমন্ত্রীর সফর বাতিল করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ক্লিনশট। সেখানে বিজনােরে পরিষ্কার আবহাওয়ার ছবি দেখা যাচ্ছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণেই মোদির হেলিকপ্টার না ওড়ায় শশীরের বিজনোরের উপস্থিত হননি নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তাই বলে তিনি প্রচার থামিয়ে রাখেননি। ভার্চুয়ালি প্রচার করেছেন তিনি। সেই সভা থেকেই সমাজবাদী পার্টি এবং তার জোটসঙ্গীর একাধারে কটাক্ষ করেছেন নমো। উত্তরপ্রদেশে “ভাই-ভাতিজার” রাজত্বের দিন শেষ বলে অখিলেশ যাদবদের তাঁর নিশানা করেছেন তিনি।

পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের কাছাকাড়ী পার্টিকে পরিবারতন্ত্রের খোঁয়া বিদ্ধ করেছেন মোদি। বিজনোরের ৮টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি বিজেপির এবং বাকি তিনটি সমাজবাদী পার্টির দখলে। বিজনোর জেলাটি পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কাছাকাড়ী অবস্থিত। তাই মোদের মানুষ একসময় বিজেপির সমর্থক ছিল। কিন্তু কেন্দ্রের কৃষি আইন অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। টানা এক বছর ধরে কেন্দ্র ও কৃষকদের চলা সমস্যা প্রভাব ফেলেতে পারে আসন্ন নির্বাচনে। এরকম মনে করছেন অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

লাইফ স্টাইল

ডায়াবিটিসের ভয় পাচ্ছেন?

ডায়াবেটিসের সমস্যা অনেকেরই বাড়ছে। ভবিষ্যতে এটি বহু মানুষের দুরারোগ্য অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করছেন অনেকে। ডায়াবেটিসের নানা ওষুধ রয়েছে বাজারে। কিন্তু বেশ কয়েকটি ঘরোয়া উপায়ে এই সমস্যা অনেকটাই কমিয়ে ফেলা যায়। এর একেবারে গোড়াতেই যে

পদ্ধতিটি রয়েছে, সেটির কথা অনেকেই জানেন না। সেটি হল ছোলা ভিজানো জল। ছোলায় নানা ধরনের পুষ্টিগুণ রয়েছে সে কথা অনেকেই জানেন। প্রচুর ভিটামিন, প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ছোলা ঠাসা। কিন্তু ছোলা ভিজানো জলেরও যে অনেক গুণ, তা ক’জন জানেন!

এহেন ছোলা ভিজানো জল খেলে কমে যেতে পারে ডায়াবেটিসের সমস্যা। তার সঙ্গে কমাতে পারে আরও বহু সমস্যা। দেখে নেওয়া যাক ছোলা ভিজানো জলের গুণ: রোজ সকালে খালি পেটে ছোলা ভিজানো জল খেলে কমে যেতে পারে ডায়াবেটিসের সমস্যা। রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে দিতে

পারে এই জল। সকালে খালি পেটে এটি খেলে সমস্যা কমবে। ছোলার জলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন রয়েছে। সেই ভিটামিন শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। এই জলে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এটি শরীরে জমা দু্ধিত পদার্থ সাফ করতে সাহায্য করে। ফলে ওজন কমে। নিয়মিত

সমস্যা কমিয়ে দিতে পারে ঘরোয়া এই পদ্ধতি

ছোলা ভিজানো জল খেলে পেটের পরিমাণ অনেকটাই কমে যায়। পেটের সমস্যায়া ভুগছেন? পেট পরিষ্কার হচ্ছে না? সেক্ষেত্রে নিয়মিত খেতে পারেন ছোলার জল। সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে। কীভাবে বানাবেন এই ছোলার

জল? রাতে দু’মুঠো ছোলা পরিমাণ মতো জলে ভিজিয়ে নিন। সকালে সেই ছোলা ভিজিয়ে রাখা জলটি খেয়ে নিন। যে ছোলা ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল, সেটিও খেয়ে নিতে পারেন। তাতে কোনও অসুবিধা নেই।



‘অফিসাররা দুর্নীতি করে টিএসআর-এ অফার দিয়েছে’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানানো না। উপায়ের অফিসাররা দুর্নীতি করে টিএসআর-এ অফার দিয়েছে। এই বক্তব্য নিয়েই সোমবার আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে গেলেন টিএসআর-এ অফার বঞ্চিত যুবকরা। এই যুবকরা সবাই নিজেদের শাসকদলের কর্মী সমর্থক বলেই পরিচয় দিয়েছেন। গত ২৫ বছর নাকি বঞ্চিত ছিলেন। যদিও বেশিরভাগ যুবকের বয়স ২৫-এর নিচেই ছিল। তারা সকলে সিটি সেন্টারের সামনে চাকরির দাবিতে ধনায় শামিল হন। তারা নিজের শাসকদলের লোক পরিচয় দিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। গত ২৭

ডিসেম্বর টিএসআর-এ ১৪০০’র উপর অফার ছাড়া হয়। চাকরি না পেয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। একাধিক জায়গায় নিজেদের পাটি অফিসেও ভাঙুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা হয়েছে। কোথাও কোথাও নেতাদের লুকিয়েও থাকতে হয়েছে। অফার ছাড়ার পর থেকে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে রাজ্যের বেশ কিছু এলাকা। বঞ্চিত যুবকরা উচ্চ আদালতে মামলা করতে এলেও তাদের দুর্দিন গ্রেফতার করে সরিয়ে দেওয়া হয়। এর পর আন্দোলন দমাতে অফার বঞ্চিতদের বাড়ি বাড়ি লোক পাঠানো হয় বলে অভিযোগ উঠে। কিছুদিন আন্দোলনকারীরা চুপ করে থাকলেও আবারও তারা বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে শুরু করে দিয়েছেন। এরই অঙ্গ



হিসাবে সোমবার সিটি সেন্টারের সামনে জমায়েত হন অফার বঞ্চিত বেকাররা। তাদের দাবি শারীরিক পরীক্ষা না দিয়েও কেউ কেউ চাকরি পেয়েছেন। এরা লিখিত পরীক্ষা দিয়ে

চাকরি পেয়ে গেছেন। আবার এক আশা কর্মীও টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। এমনও দেখা গেছে ৮০ নম্বর পেয়ে চাকরি পাননি, অথচ ২৬ পেয়ে চাকরি করছেন এক যুবক। এই

ঘটনা প্রসঙ্গে বঞ্চিত বেকাররা বিশৃঙ্খল দস্যের নাম উল্লেখ করেন। বিশৃঙ্খল নাকি টিএসআর এবং এসপিও জওয়ান দুটি অফারই পেয়েছেন। কিন্তু চাকরি পাওয়ার

মতো যোগ্যতা তার ছিল না। এদিন আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে কিছুই জানানো হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন সূচ্যু পদ্ধতিতে টিএসআর-এ নিয়োগ র্যালি হোক। এই কারণেই ২০২১ সালের শেষে টিএসআর’র অফার ছাড়া হয়। সরকার কোনওভাবেই দুর্নীতি করেনি। কিন্তু দুর্নীতি করেছে টিএসআর এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসাররাই। তারাই টাকার বিনিময়ে উলটপালট করেছেন। যে কারণে আমাদের মতো যোগ্যদের নাম বাদ গেছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা চাকরি পেতাম না। এখন যোগ্যতা থাকার পরও চাকরি পায়নি। এর মূল কারণ চাকরির জন্য দালালি হয়েছে। আমরা সবাই যোগ্য, এই

কারণেই চাকরির দাবি করছি। আমাদের চাকরি দিতেই হবে। তাদের আরও অভিযোগ, চাকরি প্রাপ্তদের ফোন করে ডাকানো হচ্ছে। এভাবে ২৮৮জনকে ডাকানো হয়েছে। এরা সবাই টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। যারা টাকা দিতে পারেননি এদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এনিজে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইছেন বঞ্চিতরা। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় অফার বঞ্চিতরা ভরিয়ে দিলেও তারা চাকরিতে দুর্নীতি করার জন্য শুধুমাত্র অফিসারদেরই দোষ দিয়ে গেছেন। দ্রুত তাদের চাকরি না দিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও হুমকি দিয়ে গেছেন এদিন। ধর্না এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে বঞ্চিত বেকাররা নানা ধরনের পোস্টার তুলে ধরেন। এই পোস্টারের একজন বিশেষভাবে সক্ষম এক যুবকের ছবিও

ছিল। কিভাবে এই যুবক টিএসআর’র অফার পেয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বঞ্চিত বেকাররা। দ্রুত চাকরি না পেলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলারও কথা বলে গেছেন এদিন আন্দোলনকারী যুবকরা। প্রসঙ্গত, টিএসআর-এর অফার বঞ্চিতরা কয়েকদিন টানা আন্দোলন করলেও কেউই এখন পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়ে গুরু মামলা দাখিল করতে যাননি। সবাই অপেক্ষা করছেন। তাদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নাকি ২ হাজারের উপর নিয়োগের কথা বলেছেন। দুটি ব্যাটেলিয়ন মিলে ১৪০০’র উপর অফার ছাড়া হয়েছে মাত্র। উ পর পোস্ট বাকি। এগুলিতে যোগ্য সবাই কেই নেওয়ার দাবি তুলেছেন বঞ্চিতরা।

বন্ধুর বাইক থেকে পড়ে মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাকডাবন, ৭ ফেব্রুয়ারি। বন্ধুর বাইক থেকে ছিটকে পড়ে মারা



গেলেন এক যুবক। তার নাম সুখেন মজুমদার। বাড়ি কাকডাবন থানার হুদ্রা এলাকায়। রবিবার রাত ১০টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি হয়। জানা গেছে, সুখেনের গাড়ি রয়েছে। তিনি রবিবার রাত ১০টা নাগাদ হুদ্রা বাজারে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় বন্ধুর বাইকে চড়েই রওয়ানা দেন। বাজার এলাকায় বন্ধুর বাইক স্টাট দিতেই তিনি পেছন দিক দিয়ে উল্টে পড়ে যান। বাইক থেকে পড়ে জখম হন

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বাইক উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি। চুরি যাওয়া আরও একটি বাইক উদ্ধার করলো পুলিশ। এই বাইকটি বিশালগড় থানার হরিশনগর চা-বাগানের পুরোনো রাস্তা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাইকটি রবিবার দুপুরে কলেজভাঙ্গা থেকে চুরি গিয়েছিল। বাইকের মালিক সৌরভ পাল এই ঘটনায় পূর্ব থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তার টিআর-০১-এসআর-৫৪৩২ নম্বরের পালসার বাইকটি হরিশনগর চা বাগান এলাকা থেকে উদ্ধার হয়।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ছিনতাইয়ের পর মা-মেয়েকে হত্যার চেষ্টা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর/গর্জি, ৭ ফেব্রুয়ারি। রেলস্টেশনের কাছে ছিনতাইবাজদের হামলার মুখে পড়লেন মা-মেয়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় মা-মেয়েকে ভর্তি করা হয়েছে জিবিপি হাসপাতালে। এই ঘটনা ঘিরে রবিবার সন্ধ্যায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে গোমতী জেলার গর্জি ফাঁড়ি এলাকায়। ছিনতাইবাজরা মা-মেয়ের কাছ থেকে সোনার গহনাও ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আহতদের চিকিৎসা স্থানীয়রা ছুটে আসতেই কোন রকমে তারা রক্ষা পেয়েছেন। জখম মা-মেয়ে হলেন জয়া ঘোষ (৩৪) এবং তার মেয়ে ইশা ঘোষ (১৬)। মা-মেয়ে দুজনেই আগরতলায় চিকিৎসা এলাকায়

ভাড়া থাকেন। জয়া ঘোষের বাবার বাড়ি তকসা পাড়ার শিবনগরে। জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় গর্জি ফাঁড়ি এলাকার রেলস্টেশনের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন জয়া এবং তার নাবালিকা মেয়ে ইশা। দুজনেই আগরতলা থেকে সার্কমের রেলে চড়ে এসেছিলেন। রেলস্টেশনের



কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন তারা। এমন সময় মা-মেয়ের চিংকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে যান। তারা গিয়ে রেললাইনের কাছেই মা-মেয়েকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। আহতরা জানান, তাদের গলা এবং শরীর থেকে সোনার জিনিসগুলি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ছিনতাইবাজরাই তাদের মারধর করেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় মা-মেয়েকে দমকল কর্মীরা উদ্ধার করে গর্জি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে নেমেছেন খোদ গোমতী জেলার পুলিশ সুপার শান্ত কুমার। খবর পেয়ে ছুটে যান আহত জয়া ঘোষের ভাই বিপ্লব ঘোষও। এসপি নিজে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গর্জি রেলস্টেশন এলাকায়। আহতদের মোবাইল এবং টাকাও ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

নদীর পাশে বলসানো দেহ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি। নদীর পাশে ৫০ উর্ধ্ব মহিলার বলসানো দেহ পাওয়ায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। খুন না আত্মহত্যা তা নিয়ে দ্বন্দে এলাকাবাসীরাও। পুলিশ এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। মৃতার নাম অঞ্জলী কল। তার বাড়ি তেলিয়ামুড়ার শান্তিনগর গ্রামে। এলাকার সুভাষা করের স্ত্রী ৫৫ বছরের অঞ্জলী তার মেয়ের সঙ্গেই বেশিরভাগ সময় থাকতেন। রবিবার রাতের মেয়ের বাড়িতেই ছিলেন।

ফের উত্তেজনা জিবিপিতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ ফেব্রুয়ারি। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম যুবককে বিনা চিকিৎসায় জিবিপি হাসপাতালে মরতে হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এমনকী হাসপাতালে নার্সরা দেখলেও ডাক্তারের দেখা মিলেছে না। নিজেরা চিকিৎসা না করলেও বাইরে রেফার পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না গুরুতর জখম রোগীদের। মূলতঃ এই কারণেই উদয়পুর বাগমায় যান দুর্ঘটনায় জখম সন্ধ্যা দেববর্মী নামে ২০ বছরের যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তার পরিজনরা। এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা দেখা দেয় সোমবার জিবিপি হাসপাতালে। দুর্দিন আগেই বাগমা এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন সন্ধ্যা দেববর্মী নামে এই যুবক। তাকে প্রথমে উদয়পুর জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া



হয় জিবিপি হাসপাতালে। তিনদিন ধরে জিবিপি হাসপাতালেই ভর্তি সন্ধ্যা। প্রথমদিন আনার পরই মাথার সিটিন্যান করা হয়। বলা হয়েছিল ছোট্ট একটি অপারেশন করতে হবে। মাথায় রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। এগুলি বের করতে হবে। বলা হয় শনিবার বিকালে অপারেশন হবে। এজন্য এক স্বাস্থ্য কর্মী এসে মাথার চুলও কেটে যান। কিন্তু অপারেশন হয়নি। নার্সকে জিজ্ঞাসা করা হলে বলা হয় ডাক্তার নেই। গোটা শনিবারও এভাবেই কেটে যায়। প্রত্যেকবারই বলা হয় অপারেশন হবে। কিন্তু অপারেশন আর হয়নি। সন্ধ্যাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা বাগমা এলাকার বাসিন্দা দীপক দাস জানান, চিকিৎসা ভালো হলে সন্ধ্যা বেঁচে যেতেন। তার চিকিৎসার জন্য কোনো ডাক্তারকেই হাসপাতালে পাওয়া যায়নি। আমরা রেফার চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনদিন ধরেই একই কথা বলা হয়, রোগী

● এরপর দুইয়ের পাতায়

শ্রীলতাহানিতে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতারের দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি। ছাত্রীরা শ্রীলতাহানির ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষককে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি পুলিশ। এই ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে চাম্পাহাওর স্কুল এলাকায়। শ্রীলতাহানির ঘটনায় আক্রান্ত ছাত্রী জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার মা চাইছেন দ্রুত অভিযুক্ত শিক্ষককে বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। শিক্ষককে বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ উঠার পর থেকে গোটা এলাকায় এখন ছিঃ ছিঃ রব

উঠেছে। ১৫ বছরের স্কুল ছাত্রীকে শ্রীলতাহানি করার অভিযোগ উঠে সুমন পাল নামে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। চাম্পাহাওর স্কুলেই কর্মরত সুমন। শ্রীলতাহানির শিকার ছাত্রীরা মা জানিয়েছেন, তার মেয়ে পড়াশোনা ভালো। শনিবার স্কুলে সরস্বতী পুজোয় গিয়েছিল। সেখানেই শিক্ষক সুমন তার মেয়ের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ধরেই অপমানের বাড়ি ফিরে ইঁদুর মারার ওষুধ খেয়ে নেয়। তাকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই

ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগও করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করছেন না। আরও অভিযোগ উঠেছে, কুপ্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় সুমন ওই ১৫ বছরের ছাত্রীরা শ্রীলতাহানি করেছে।

সোনার বাজার দর
১০ গ্রাম : ৪৮, ১০০
ভরি : ৫৬, ১১৬

GRAMMAR & SPOKEN

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written ও Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।

— : যোগাযোগ করুন : —
Mob - 9863451923
8837086099

URGENT REQUIRE

একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্থায় 26 জন জাতি ও উপজাতি Staff নিয়োগ করা হচ্ছে। বয়স- 18-27 বৎসর। বেতন - 5000/- 19000/- টাকা। যোগ্যতা- 10+। তিন দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

Agartala -
8974755808
8258817081

● এরপর দুইয়ের পাতায়

আত্মঘাতী কৃষক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারি। বিপপানে আত্মহত্যা করলেন এক কৃষক। মৃতের নাম নরেশ দেববর্মী। তার বাড়ি গাবদি এলাকায়। জানা গেছে, পারিবারিক আশান্তির কারণে জমির পোকা মারার বিবাক্ত বিষ খেয়ে নেয়। তাকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জিবিপি হাসপাতাল পাঠানো হয়। সেখানেই মারা যান। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে নরেশের পরিজনদের মধ্যে।

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অভিসার সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কানো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুমন, সন্তানের চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাছের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অভিসার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং আত্ম-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটাই নাম।

মোবাইল : 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

বিখ্যাত রিউম্যাটোলজিস্ট / বাত রোগ বিশেষজ্ঞ এখন আগরতলায়

Dr Ankit Patawari
MD, DM - Clinical Immunology and Rheumatology (IPGMEI)
Consultant Rheumatologist NCMER Hospital, Guwahati Apollo Hospital, Guwahati

হৃদি আ পনি নিম্নলিখিত ঔষধিগুণিত্তে বা অসুখে আক্রান্ত হলে থাকেন

দীর্ঘমেয়াদী সন্ধিতে ব্যাধা ও সপ্তাহ ধরে, তিন বা ততোধিক সন্ধিতে ব্যাধা, আপনার হাতের মুষ্টিতে অথবা আপনার পায়ের সন্ধিতে কি কোন ফোলা বা ব্যাধা আছে, শরীরের আড়ম্ব্রতা প্রতিদিন সকালে ১ ঘণ্টা করে, আপনার পরিবারের কারোর আর্থ্রাইটিস আছে, ব্যাধা ও মোড় যুক্ত আর্থ্রাইটিসে গাঁটে বা সন্ধিতে মোড় অনুভব করা, রিউম্যাটাইড আর্থ্রাইটিস বা বাত রোগ, SLE, LUPUS.

তবে তাঁরা সমস্ত রিপোর্ট সমত ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে পারেন

Health Well Pharmacy

Srinagar, TV Center, Opposite Police Hospital

তারিখ : ১৩-২-২০২২ ইং (রবিবার)

Contact 7085566101/9862814681

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার

Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182

সুগারকে সবসময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ রাখে

D - Active Capsule

MRP : 395/-

INDUPRIYA D-ACTIV CAPSULE

USEFUL IN SUGAR METABOLISM

60 100% NATURAL

অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ

Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গল্পবন্ধ, কর্মে বাধা, ওস্তব্ধতা, কল্যাণ, মুক্তকণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

যদি কারো A to Z সমস্যার সমাধান

দাদা আমল সুফি যদি কারো স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারো বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান

পেশালিস্ট ঔষধীকরণ, মুক্তকণী এবং কল্যাণজাদু

Contact 9667700474

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাধা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।